পল্লী

কি এক নীরব মহা আনন্দে
সৃষ্টি উঠেছে ফুটিয়া !

* * *

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী ।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক
শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী।
বেলতলি-আটপাড়া।
ঢাকা।

মূল্য সাধারণ ৸৹ আনা।
বাঁধাই ১৲ টাকা।

উৎসর্গ

পল্লীজননি !

মা আমার !

মানসী আমার !

আমার 'পল্লী'

তোমারি শ্রীচরণে

উৎসর্গ করিলাম ।

তোমারি

দুর্গামোহন ।

নিবেদন।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, ঢাকার এক অখ্যাত ছাত্রাবাসে স্নেহ-ভাজন দুর্গামোহনের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। যে দিন দুর্গামোহন প্রথম আমাদের ছাত্রাবাসে আসিল, সে দিনের কথা আজ মনে পড়িতেছে। ভোরবেলা দুর্গামোহন আসিল, দেখিলাম পাগলের মত আলুথালু কেশ, জ্যোতির্ম্ময় নয়ন, কিন্তু কাহারও দিকে দৃক্‌পাত মাত্রও নাই। দেখিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া স্নান করিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। আমার কক্ষে ঢুকিয়াই দেখিতে পাইলাম, কে যেন আমার কক্ষের পুস্তকগুলি তন্ন তন্ন করিয়া উল্‌-টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিয়াছে। আমার রচনার খাতা কয়খানি বিছানায় একটির উপর আর একটি সজ্জিত, তাহার উপর অজস্র পুষ্প ও নবপল্লব ছড়ান রহিয়াছে! কোন্ অজ্ঞাত ভক্ত যেন আসিয়া নীরবে বীণাপানির পূজা করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে! সেই কক্ষটি যেন সেই মৌন পূজার মহিমায় ঝলমল করিতেছে! দেখিয়া মনে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে!

ক্রমেই পরিচয় পাইতে লাগিলাম। নিজে কবিতা লিখিতে পারি বলিয়া একটু কবিত্বাভিমান ছিল, দিন দিনই তাহা সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। লোকে দুর্গামোহনকে পাগল বলিত,—এখনও বলে। আমি কিন্তু এই অপূর্ব্ব পাগলের পাগলামী দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। সাহিত্য চর্চ্চা আমরাও করিতাম, কিন্তু দুর্গামোহনের

সাধনা কি সাহিত্য চর্চ্চা ? এযে সাধকের মহাসাধনা, ভক্তের মহাপূজা ! অধীনের মহা আত্ম-বলিদান ! সৌখিন সাহিত্য চর্চ্চা যে সভয়ে ইহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় ! দরিদ্রের ঘরে দুর্গামোহনের জন্ম। সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দুর্গামোহনের বর্দ্ধন। অভিভাবকের কঠোর তাড়নার মধ্যে দুর্গামোহনের শিক্ষা-লাভ। কিন্তু এই প্রকৃতির বন্য সন্তান যে ভাবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে পদতলে দলিত করিয়া, সংসারকে অবহেলা করিয়া, সমস্ত সংসারের অবহেলা সহিয়া আজ মুক্ত গগনতলে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বাস্তবিক বিস্ময়াবহ, তাহা সাহিত্য সাধকদের গর্ব্বের স্থল !

আমি, গর্ব্ব করিয়া চরণে দলি মা
কত সুখ কত আশা গো ;
আমি, সর্ব্ব তেয়াগী পথের ভিখারী,
বুকে জ্বলে প্রেম-তৃষা গো !

ওগো, সংসার মোর সমুখে দাঁড়ায়ে
বলে কত আশা কাহিনী ;
ওগো, আমি পিছু ফিরে তোর পথে চাই,
অপাঙ্গে ওরে চাহিনি ।

সে যে গর্জ্জি বিষম চলে যায় করে ক্রোধ,
সে যে, লবে একদিন যেন ভীম প্রতিশোধ ।
আমি ভয়কম্পিত, আকুলিয়া আহ্বানি,—
হেথা আয়গো কবিতা,—আয় মা আমার বাণী ।

ইহার চেয়ে আত্ম-কাহিনীর সরল আত্ম-নিবেদন দুর্গামোহনের আর নাই,—ইহাই তাহার জীবনের, তাহার সাধনার সম্পূর্ণ—ইতিহাস !

দুর্গামোহনের শব্দসম্পদ, দুর্গামোহনের ছন্দের উপর আশ্চর্য্য দখল, দুর্গামোহনের কবিতার সাবলীল অনায়াস প্রবাহ, সকলি আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। আমি কোন তুলনা করিতে চাহি না, কিন্তু এত সম্পদ, এত ঐশ্বর্য্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের পরে খুব বেশী কবি উঠিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

দুর্গামোহনের ভাবপ্রাচুর্য্যও বিস্ময় জনক। ভাব প্রবাহে এক একদিন আটটা দশটা কবিতা লিখিয়াও তাহার লেখনী শ্রান্ত হয় না। এই কিশোর বয়সেই এত উৎকৃষ্ট কবিতা সে লিখিয়াছে যে তাহাতে অনায়াসে ছয় সাত খানা সুন্দর কবিতাগ্রন্থ হইতে পারে। তাহার অসংখ্য কবিতাবলি হইতে বাছিয়া শুধু পল্লী সম্পর্কিত কবিতাগুলি একত্র করিয়া এই "পল্লী" প্রকাশিত হইল।

এই "পল্লী" পাঠ করিয়া পাঠক দেখিতে পাইবেন যে পল্লী-লক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া কবিকে ধরা দিয়াছেন। পল্লীর এমন সুমধুর চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের চির পরিচিত ঘাট মাঠ, কাশগুচ্ছ, বেতস বন,—মাঁদার, হিজল, বরুণ ইত্যাদি গ্রাম্য গাছ, টুনটুনি, ডাহুক, কোড়াল ইত্যাদি পাখী যেন তাহাদের স্থূল অবয়ব পরিত্যাগ করিয়া এক সূক্ষ্ম আনন্দময় সত্তা পরিগ্রহ করিয়াছে এবং এক অপূর্ব্ব মহিমার এক অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির নিকট সমস্ত পৃথিবী আনন্দময়—তাহার নয়নে এক অপূর্ব্ব অজ্ঞাত আনন্দে সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে, বৃক্ষশাখার বিহগের গান হইতে খেয়া-তরীর ঢুলু ঢুলু গমন, সকলি কবির নিকট অপূর্ব্ব বিস্ময়ের আধার।

আর লক্ষ্য করিবেন কবির অদ্ভুত আত্মভোলা নিষ্কাম ভাব। মাটির পৃথিবীতে যেন তাহাকে চলিতে হয় না, অদৃশ্য পক্ষে ভর করিয়া সর্ব্বদা যেন সে সূক্ষ্মজগতে উড়িয়া চলিতেছে। ফলে তাঁহার

কবিতায় কোথায়ও একটু মলিনতা আসিয়া পড়ে নাই। সর্ব্বত্রই কেবল অগুরু চন্দন, ধূপ, পুষ্প ও তুলসীর আয়োজন। নারীজাতির প্রতি কবির ভাব দেখিয়া অবাক হইতে হয়, কেবলি মনে হইতে থাকে যে এই যুগেও কি এরূপ সম্ভব? তাঁহার নিকট রমণী আর বাণীতে বড় বিভিন্নতা নাই। আবার তাঁহার বাণীই কিরূপ?—তাঁহার বাণী তাঁহার মাতা, পিতা, প্রেয়সী, ভগিনী, সাধনা—সকলি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দুর্গামোহনের ছাপাখানাভীরুত্বে এপর্য্যন্ত সে জনসমাজে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আর বেশীদিন সে এরূপ প্রচ্ছন্ন থাকিবে না। আমি তাহাকে সাধারণের সমক্ষে প্রচারিত ও পরিচিত করাইবার অধিকার পাইয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন দুর্গামোহনের নাম বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে থাকিবে, কিন্তু আজ আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যে আনন্দ পাইলাম, তাহা জীবনে ভুলিবার নহে।

দুর্গামোহনের কবিতায় পল্লীপ্রকৃতি বর্ণনায় দুই একটি পল্লী-প্রচলিত শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা পাঠকগণ ক্ষমার চক্ষে দেখিলে আনন্দিত হইব। ইতি—

পাইকপাড়া, ঢাকা। ১০ই কার্ত্তিক, ১৩২০।	শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

সূচী

কি এক নীরব মহা আনন্দে
সৃষ্টি উঠেছে ফুটিয়া !
প্রকৃতি-বুকে অতীব গোপন,
কি জানি সত্য স্বরূপ-স্বপন,—
গূঢ় রহস্য নারিনু ভেদিতে,
শ্রান্ত হয়েছি সাধিতে কাঁদিতে
যুগ যুগান্ত ছুটিয়া।
শুধু এই বুঝিয়াছি, মহাআনন্দে
সৃষ্টি উঠেছে ফুটিয়া।

আত্মার সনে দৃঢ় বন্ধনে
জানি সে কেমনে বদ্ধ,
কি যে যাদু বলে, কি যে রূপ ধরি'
উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করি'
ঝটিতি পশিয়া আত্মার কানে
কি যে গেয়ে যায়,
কি যে দিয়ে যায়
উঠায়ে অধীর ছন্দ ;
ওগো, এই বুঝিয়াছি মহাআনন্দে
আত্মা গোপনে বদ্ধ।

ফুল ফোটে, ফল দোলে গাছে গাছে, শাখে শাখে,
মুগধ বিহঙ্গগুলি কত গায়, কত ডাকে,
কি আনন্দ—কি যে মায়া—কি ছায়া-আবেশময়
সীমায় ঝাউয়ের সার পরাণি কাড়িয়া লয়,
কি আনন্দে নদী বয়, কুলু কুলু কুলু গায়,
কি আনন্দে ঢুলু ঢুলু খেয়া-তরী চলে যায়,
কি আনন্দ মেখে গায় ওপার বিরাজে ঐ,
গাভী চরে, পাখী উড়ে, ঘট ভরে সই সই,
কি আনন্দে গ্রামগুলি শোভে ওমাঠের পার ;—
ঘাটে, মাঠে, বাটে, কোণে বয়ে যায় প্রেমধার :
শ্যামল প্রান্তর বন, শিরায় শিরায় তার
কি আনন্দ, কি যে রস উছলিছে অনিবার ;
ছেলে খেলে, মেয়ে হাসে কি আনন্দে ভাব দেখি,
কুমারী শেফালি তলে চেয়ে আছে মুগ্ধ আঁখি,
যুবতী পড়িছে গ্রন্থ খিড়কীর অন্তরালে,
পান্থ চলিয়া যায়, কোয়েলায়া ডাকে ডালে।
কি আনন্দে থৈ থৈ স্বজিত জগত এই !
তবু ভ্রান্ত বলি, কৈ—সুখ শান্তি কিছু নেই '
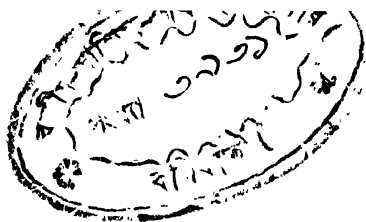
ওরে   এযে আনন্দ আত্মার সুধু,
মন দিয়ে সেটা পাবে না;
অধীর মনেরে হে চির ভ্রান্ত!
একেবারে করো শীতল শান্ত
আত্মা যে টুক্
ফুটিয়া উঠুক্,
নির-আনন্দ রবে না
আকুল করিয়া আনন্দ আসে,
তোরে খুঁজে নিতে হবে না।

ওগো   তখন দেখিবে প্রকৃতি ঐ
আনন্দেরি সে মূরতি
দেখিবে যাহাই, করিবে যাহাই,
আনন্দ বিনে কোথা কিছু নাই,—
এখন যা' দেখি'
চেয়ে থাক আঁখি,
তা' দেখি তখন অধীর নাচিয়া
পরাণী দিবে এ আরতি,
এখন যাহার বুকে আনন্দ,
আনন্দেরি সে মূরতি।

৭ই মাঘ। ১৩১৬।
দিবা ৯টা।

আবাহন

সব ছেড়ে আমি তোরে কি সেবি না বাণী ?
তোরে বিনে আমি আর কিছু নাকি জানি ?
তবে প্রেমময়ি ! কেন গো নিদয়া হবি ?
কেন ছল ক'রে আড়ালে লুকা'য়ে রবি ?

আমি গর্ব্ব করিয়া চরণে দলি মা
কত সুখ, কত আশা গো !
আমি সর্ব্ব তেয়াগী পথের ভিখারী,
বুকে জ্বলে প্রেম-তৃষা গো !
ওগো, সংসার মোর সমুখে দাঁড়ায়ে
বলে কত আশা-কাহিনী ;
ওগো, আমি পিছু ফিরে তোর পথে চাই,
অপাঙ্গে ওরে চাহি নি।

সে যে গর্জ্জি বিষম চলি' যায় করি' ক্রোধ,
সে যে ল'বে একদিন যেন ভীম প্রতিশোধ,—
আমি ভয়-কম্পিত, আকুলিয়া আহ্বানি,—
হেথা আয়গো কবিতা—আয় মা আমার বাণী।

তোরে মা সেবিয়া জানি না কি হ'বে সুখ,
কিংবা ফাটিবে প্রেমের তৃষায় বুক ;
এ দ্বারে, ওদ্বারে ফিরিব ভিখারী-বেশে,
ব্যর্থ ব্যথিত কাঁদিব বিজনে এসে !

ওগো, স্ববলে সহিবে সেবক সকলি,
সরসা সতীরে স্মরি'মা !
তুই সুখ, শান্তি, সম্পদ সবি
তুই সন্তান-গরিমা।
ওগো, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম
মর্ম্ম কিছুই বুঝে না ;
সে তা' জানিতে জনমে বেদবেদান্তে
তত্ত্ব কিছুই খোঁজে না।
সে যে তন্ন তন্ন তল্লাসে তোরে
তপ্ত তপনে তাপিয়া,
তুমি বাজাইছ বীণা ব্যস্ত হস্তে
বিশ্ব-বিজন-ব্যাপিয়া।

আমি মায়ার আলোকে ঘুরি মা, ভ্রান্ত,
ছায়াতে লুকিয়ে দেখিছ ;
সদা কি জানি গোপন গূঢ় ঝঙ্কারে
বীণার ভাষায় ডাকিছ।
আমি দূরে দূরে থাকি' চেয়ে থাকি তাই,
কিছুই পারি না বুঝিতে ;
আমি পড়ি গিয়ে যত ছায়ার পাশেতে
তোরে মা খুঁজিতে খুঁজিতে

কত ধূ ধূ করা শ্যামল শীতল মাঠে,
কত সুবিশাল বিজন-বিটপি-বাটে,
কত ছুটি একা কত নদী-কূলে কূলে,
কত দূর গ্রামে ভ্রমি কত পথ ভুলে,
কত কালো মেঘে বিস্মিত চেয়ে থাকি !
কত ছায়া-কালো ঘাটে পরে থাকি আঁখি।

আমি কিছুই বুঝি না শুধু তোরে আহ্বানি,—
হেথা আয়গো কবিতা ! আয় মা আমার বাণী !

কত পুরুষের হৃদে, রমণীর বুকে,
মর্ম্ম আমার চাহিয়া
ওগো, কি জানি কি গান পঞ্চম তানে
ফুকারিয়া উঠে গাহিয়া।

কত   বিহগের গান, তটিনীর কুলু,
শন্ শন্ ধ্বনি পবনের,
কত   বন-মর্ম্মর, জলদ-মন্দ্র,
ঝর্ঝর ধারা শ্রাবণের,

কি জানি কত কি স্বপ্ন-কাহিনী হায়,
জাগাইয়া তুলে সারা মরমের গায়।—

আমি   কিছুই বুঝিনা শুধু তোরে আহ্বানি
হেথা   আয়গো কবিতা! আয় মা আমার বাণী।

১২ই ফাল্গুন, ১৩১৬।
রাত্রি ১০টা

পল্লী-পথ

ওরে, আজ্‌কে আমি সহরবাসী বছর হলো গত,
আমার পল্লীখানি মনে পড়ে স্বপন-ছায়ার মত।
এ যে পাকা পথে হেটে হেটে পাগল হ'বার যো,—
শত লক্ষ গাড়ীর হাঁকাহাঁকি, বাইসিকেলের পোঁ!
ভয়ে গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হ'তে জপি ইষ্ট নাম,
কভু ধাক্কা খেয়ে জড়িয়ে ধরি টেলিগ্রাফের থাম!
ওরে, পথের ধূলোয় চক্ষু দুটো চুলোয় গেছে প্রায়!
আজি, সকল কথা একে একে আস্‌ছে গণনায়।
আজি, ছায়ামাখা পল্লী-পথের পাগল ছবি যত—
ওরে, একে একে পড়্‌ছে মনে স্বপন-ছায়ার মত।

ওরে, মোদের পাড়ার প্রান্ত হ'তে পথটি আঁকা বাঁকা।
কোথা কালোছায়ায় মিশিয়ে গেছে যায় না বড় দেখা,—
কেমন নীরব অচল ছুটাছুটি বনের মাঝটা দিয়ে,
শেষে হাঁপ ছাড়িয়ে লুকয় খোলা ধানের মাঠে গিয়ে;
কোথা পুষ্প-উজল বৃদ্ধ হিজল দাঁড়িয়ে ধারে ধারে,
ঐ ঘাসের আঁচল নুইয়ে গেছে রাঙ্গা ফুলের ভারে;
ঐ দুই ধারেতে মাঝে মাঝে ভস্ম মেখে গায়,
কত যোগ-মগ্ন লক্ষ বরুণ তপোবনের ছায়।
ওরে আজ্‌কে ওসব পল্লী-পথের পাগল ছবি যত,
আমার মনে পড়্‌ছে থেকে থেকে স্বপন-ছায়ার মত।

কোথা মাঁদার গাছের ফাঁক দিয়ে সে কালো ডোবার জল,
সেথা আপন মনে করছে খেলা বন-বিহগের দল ;
কোথা ডাহুক পাখীর ছেলে মেয়ে বেড়ায় নেচে নেচে,
ছুটে মাতা ওদের সাথে সাথে, পিতা ওদের পিছে ;
কোথা নলের বনে পাখী যুগল কর্‌ছে প্রেমালাপ
দুটি কোঁড়াল বসে তরুর শিরে কর্‌ছে রে বিলাপ ;
কোথা টুন্‌টুনিরা ঝোপে ঝাড়ে কর্‌ছে ফিস্‌ফিস্‌,
কোথা দোয়েলেরা গাবের শাখায় দিচ্ছে বসে শিষ্‌।
ওরে আজ্‌কে ওসব পল্লী-পথের মধুর ছবি কত,
আমার মনে পড়ে থেকে থেকে স্বপন-ছায়ার মত ।

যেথা সাহিত্যে সে মত্ত সদা বামুন বাড়ীর সই,
সেথা বোসের বাড়ীর মেয়ে দুটি চল্‌ছে পথে ঐ,
কোথা পথের উপর ঝুলে পড়া বেতের আঁকরখানি
ঐ ময়নামতির রাঙ্গা আঁচল নিচ্ছে জোড়ে টানি !
হোথা পল্লী-প্রিয় বন্ধু যুগল খোঁজে বেতস ফল,
আর সরমেতে লাজুক মেয়ের চক্ষু ছল ছল !
কোথা বাঁশের ঝাড়ে কাকের পাড়ায় কিসের হট্টগোল,
হোথা তালের গাছে বাবুই বাসায় কেন কান্নারোল ?
ওরে বন্ধু যুগল মিছে পথে ভাব্‌ছে বসে অত !
আজি মনে পড়ে ওসব ছবি স্বপন-ছায়ার মত।

ওরে বন্ধুসনে কত সকাল, কত বিকাল বেলা
আমার ঐ পথেরে শিশু বেলায় ছুটোছুটি খেলা ;
আমি কত দুপুর একা একা হিজল গাছের ছায়
ঐ ঘাসের বুকে মিলিয়ে দিছি এইরে পোড়া কায় ;
ঐ ঝোপের ফাঁকে শিয়াল ভায়া কত উঁকি দিছে,
তার জিভ্ কাটিয়ে রস ঝরেছে শব ভাবিয়ে মিছে !
আর নেংটা কুকুর সুঁকে যে'ত ফিরে নয়ন-নীরে,
যত দাঁড় কাকেরা দেখ্ত বসে হিজল গাছের শিরে ;
আমার বন্ধু এসে মিলত শেষে খুঁজে খুঁজে মোরে,
আর হেথায় সেথায় কোকিলেরা ডাক্ত সুধাস্বরে।
ওরে আজ্কে ও সব পল্লী-পথের পাগল স্মৃতি কত
আমার মনে পড়ে থেকে থেকে স্বপন-ছায়ার মত।

৭ই চৈত্র, ১৩১৬।
দিবা ১০টা।

বাগান ঘাটে

কে ব'সে পুকুর ঘাটে সমুখে কলস,
লয়ে, সমুখে কলস ?
জল ভরে হেটে যাও, কেনগো অলস,
তুমি, কেনগো অলস ?
নগন অলক দাও গগনে এলায়ে,
দেও, গগনে এলায়ে,
বুকে হার, কানে দুল, চল গো দোলায়ে,
বালা, চলগো দোলায়ে।
বাজিবে কাঁকন করে, পায়ে বাজা-মল,
ওগো, পায়ে বাজা-মল।
উড়িবে শিথিল বায়ে উদাস আঁচল,
ওগো, উদাস আঁচল।
স্বপন-মদিরা-ছানা-নয়ন-যুগল
তব নয়ন-যুগল ;
চেয়ে যাও, দিকে দিকে করিয়ে পাগল
বিশ্ব করিয়ে পাগল।

নিখিল-কমল-ছানা-বদন-চাঁদিমা,
তব বদন-চাঁদিমা,
বুকেতে সুধার খনি—আনন্দের সীমা,
নাহি আনন্দের সীমা।
বদনে স্বরগ-সুধা উঠে উছলিয়া,
সদা উঠে উছলিয়া ;
বারেক যৌবন-হাসি চলগো হাসিয়া,
তায় চলগো হাসিয়া।
ছায়া-কালো বন-পথ রূপে কর আলা,
ওলো, রূপে কর আলা ;
আলো-করা পথে পিছে চলিবে উতলা,
পান্থ, চলিবে উতলা।

৯ই মাঘ, ১৩১৬।
দিবা ৯টা।

শীত-প্রভাতে

১

গোময়-লেপা চক্‌চকে সে
স্নিগ্ধ আঙ্গিনাতে,
মেয়েরা দেয় ডালের বড়ি
মানকচুরি পাতে।
তুল্‌সীতলা দাঁড়িয়ে আছে
নবীন বধূ দুটি,
মাথার উপর দাড়িম ডালে
ফুল রয়েছে ফুটি'।
আতার গাছের তলে আছে
পাড়ার বুড়ীর কুঁড়ে,
কোকিল ভায়া ডাক্‌ছে সেথা
শীতে কাঁপা সুরে।
রোদ হাসিছে আঙ্গিনার সে
জুড়ে অর্দ্ধ খানা ;—
শীতের রোদ সে কেমন ভালো,
যেমন সুধা-ছানা।

সেথা ছেলেমেয়ে খাচ্ছে ব'সে
বাসি পিঠা পায়স,—
আকুল হয়ে চেয়ে আছে
চালে লক্ষ বায়স !

২

তুষের আগুন ভরা 'পাতিল'
লুকায়ে অযথা,
ঠান্‌দিদিরা বল্‌ছে বসে
রামায়ণের কথা।
তুলার কাঁথা গায়ে বৃদ্ধ
কর্‌ছে বসে ন্যাস
লেপ্ গা' দিয়ে যুবা ঘরে
পড়্‌ছে "দুর্গাদাস"।

৩

খিড়্‌কী ঘাটে রোদ এসেছে
বধূটি একেলা
ভেসে আস্‌ছে বোসের বাড়ীর
'লাউল্' ঠাকুরের ভেলা।

৪

সর্ষে ক্ষেতে ফুল ফুটেছে

আগুণ লাগ্‌ছে মাঠে !

শাক্‌ তুলিয়ে দিদি নাত্‌নী

'টোপর' ভ'রে হাটে।

'ঘাটার' পুকুর চা'র পাড়ে তা'র

ফুট্‌ছে গ্যাঁদা ফুল

গন্ধে তাহার কবির মানস

করেছে আকুল।

শীত-প্রভাতে মুগ্ধ হবে

বুঝ্‌বে কবির গীতি,—

পল্লীতে গে' হয়ে এসো

একটি বার অতিথি।

২১শে মাঘ, ১৩১৬।

রাত্রি ১২টা।

অগোচরে

ফাঁকি দিয়ে গেছে যে ক'টা প্রভাত,
যে ক'টা সন্ধ্যা আমারে,
এক এক করি' ফিরাইয়া মাতা !
এনে দিতে হবে তোমারে।

সাজি ভরে ফুল নিয়াছে কুড়ায়ে
তাহারা সজল আঁচল উড়ায়ে,
আমার পরাণ যায়নি জুড়ায়ে
বাতাসে ;

একটি পাখীর একটিও গান
দিয়ে যায় নাই ভরে দুটি কান,
ভুলিতে নারিবে আমার পরাণ
ব্যথা সে ;—

আমি বুঝিয়াছি, ইঙ্গিতে তব
আঁখির পলকে চলে গেল সব ;
আজিকে ফিরায়ে এনে দিতে হবে তোমারে,
সে ক'টা প্রভাত, সে ক'টা সন্ধ্যা আমারে।

মনে পড়ে মনে ঝাঁ ঝাঁ রদ্দুরে
গোপনে ঝিল্লি নূপুরে,
দূর হ'তে কেহ গিয়াছে সুদূরে
চলিয়া পল্লী দুপুরে ;

বন্ধ করিয়া দুয়ারগুলিন
লোটায়েছি আমি শয্যা-মলিন,
নিদ্রার কোলে হয়েছি বিলীন
অজানা ;

দূর তটিনীর সুশীতল গান
তাহে ভরি' বুক করেছে প্রয়াণ
আকণ্ঠ করি' ছায়াখানি পান
সেজনা ;—

কাঁঠালের গাছে গেয়েছে শালিক ;
কুহরি' উঠেছে পঞ্চমে পিক
কি কহিয়া তা'রা বকুল গাছের উপুরে,
কে গিয়াছে চলে গোপনে ঝিল্লি নূপুরে ?

শারদ নিশার অকূল আকাশে
মেঘের বাদাম উড়ায়ে
পাড়ি ধরে চাঁদ রহিয়াছে বসে,
রাত্রি গিয়াছে ফুরায়ে ;—

জ্যোৎস্না ধারার স্বচ্ছ বাদল
সারা ধরাময় ঝরে অবিরল,
মূর্চ্ছা গিয়াছে শেফালির দল
পুলকে ;

শীতল ছায়ারে বক্ষে চাপিয়া
প্রমোদে বিটপী উঠেছে কাঁপিয়া
সৃষ্টি স্বপন উঠেছে ছাপিয়া
ঝলকে ;—

আনমন করি' কে যেন আমারে
বাঁধিয়া রেখেছে কুটীর মাঝারে,
আলসে শয়নে অঙ্গ রয়েছি ছড়ায়ে,—
জ্যোৎস্না-শীতল রাত্রি গিয়াছে ফুরায়ে।

যা' গেছে তোমারে এনে দিতে হবে
একটী একটী করিয়া,
জীবনে যেটুকু ভেঙ্গে গেছে কবে,
তোরে দিতে হবে গড়িয়া,

আদি হ'তে এই অন্তের পারে
বেচা কেনা যাহা হয়েছে বাজারে,
সবি চাহি—মোর বুকের মাঝারে
দেখিতে ;

যে যাবে, সে যাক্—ঝুলি ঝেড়ে তার
দিয়ে যাক্ মোরে বাছা উপহার,
সাজাইয়া তাহা কুটীরে তোমার
রাখিতে ;—

ষড় ঋতু মাঝে হেথা বার মাসে
প্রহরে প্রহরে কত যায়, আসে
এনে দিতে হবে সকলি আমারে ধরিয়া ;
ভেঙ্গে গেছে যাহা তোরে দিতে হবে গড়িয়া।

৩১ শে ভাদ্র, ১৩১৭।
দিবা ১২-১০মিনিট্।

নারায়ণ সেবা

বেলা আছে দণ্ড চারি, একটু খানি আগে,
এক ফস্‌লা বৃষ্টি হ'লো একটা উড় মেঘে।
সিনান্ করে উঠ্‌লো রবি কোন্ সাগরের তীরে,
তারেই দেখে ধরা মেয়ে হেসে উঠ্‌লো কি রে?

গোময় দিয়ে সদ্য লেপা মস্ত উঠান পারে,
নন্দদুলাল ফুলের * বাগান সজ্‌নে বেড়ার ধারে,
নানাবর্ণ ফুল ফুটেছে, গন্ধ যাচ্ছে বয়ে,
পাড়ার যত ছেলেমেয়ে ছুট্‌ছে পাগল হয়ে।

ফুলের গাছের গায়ে গায়ে দূর্ব্বাঘাসের লতা,
ফুটে উঠ্‌ছে কূলে কূলে শ্যামল সজলতা।
পূজার লাগি পল্লীমেয়ে দূর্ব্বা তোলে নিজে,
পিছন দিকে ময়নামতির সুনীল শাড়ি ভিজে।

টপ্ টপিয়ে পড়্‌ছে পিঠে সজ্‌নে গাছের জল—
দূর্ব্বা গোছা হাতে, মেয়ে টানিছে অঞ্চল।
উড়ে এসে বস্‌ল গাছে কোন্ বিদেশের কাক,
ঝর্‌ঝরিয়ে জল ঝড়িল, মেয়ের হ'ল রাগ!

---

* নন্দদুলাল ফুলকে কোন কোন স্থানে সন্ধ্যামালতী বলে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহা নন্দদুলাল নামেই পরিচিত।

আঙ্গিনাতে কাঁসর ঘণ্টা, পূজার ভাণ্ড বাটী,
চাকর এসে রেখে গেল কলার পাতা কাটি ;
পাড়ায় আজি কি আনন্দ, বল্‌তে পারে কেবা,
আজ বাড়ীতে সন্ধ্যা হ'তে সত্যনারা'ণ সেবা।

সবে, পূজার পরে উদর ভ'রে সিন্নি প্রসাদ পায়,
গিন্নিরা সব লেগে গেছেন চা'লের গুঁড়ায়।
করে, ঠাকুর ঘরে লক্ষ্মীবৌয়ে সেবার আয়োজন
ঢেঁকি-শালায় সধবারা, মেয়েরা কয়জন।

তুল্‌সীতলায় জায়গা লেপে বিধবা সুন্দরী
দাড়িম ফুলের পাপ্‌ড়ী ঝরে মুক্ত কোশোপরি
লক্ষ্মী-পেঁচার কিচিমিচি আম্রবৃক্ষ থেকে,
মেয়ের হাতের কাঁকন ধ্বনি,—চা'লের গুড়ি টেঁকে।

সন্ধ্যা হ'ল পুরুত এলেন, পুঁথি হ'বে পড়া,
সবাই মিলে পুঁথি গেও থাক্ না গলা ধরা।
অতিথ্ বলে, যাত্রা নাটক সব শুনেছি ভাই,
নারা'ণ সেবার পুঁথির মত এম্‌নি কিছু নাই!

৩রা আষাঢ়, ১৩১৭।
রাত্রি ১২টা।

বিশ্বজলের দেবী

১

আপ্‌নি উঠে থেকে থেকে অঙ্গ সরসিয়া,
শাঙন জল-সজল রজনীতে,
ছল্‌ ছলিয়ে মুক্তি-মাখা বিশ্বরসের গীতি
অহর্নিশি আপ্‌নি বাজে চিতে।

২

হয়ক মনে কোথায় আছে আজি
বিশ্বজলের দেবী,
কেমন ক'রে একলা কোথা ব'সে
তাঁহার চরণ সেবি ?
আধেক ফোটা এই জোছনা মাঝে,
কোন্‌ তরণী বুকে,
কমল-ফোটা মুক্ত সে কোন্‌ বিলে
ভাস্‌ব দোঁহে সুখে !

কুমুদ-কোটা কোন্ খালেতে আজি
বস্‌ব ধ'রে হাল ;
মন্দ বায়ে বাতাস ক'রে ক'রে
উড়্‌বে শাদা পাল।
পাটির মত কোন্ তটিনী যোরা
'বদর' ব'লে শেষে
পাড়ি দিয়ে উত্তরিব যেয়ে
কোন্ অজানা দেশে !
কিংবা সে কোন্ ধানের মাঠের ধারে
হিজল গাছের কাছে,
রাখ্‌ব তরী পাট-কাটা যে ক্ষেতে
স্বচ্ছ সলিল নাচে।
গভীর ভাবের কণ্ঠ-খোলা গানে
আকাশ দিব ভরি' ;
বস্‌বে রাণী ভাবের সমুদ্দুরে
আমার হস্ত ধরি'।
নিরাকারের মুক্ত বাতাসেরি
পরশ লভি' লভি'
অন্ধতা ও বন্ধতা এ মনের
টুটবে আমার সবি।

৩

আবার কখন্ রাখ্‌ব তরী
বাঁশ বাগানের ধারে,
গাব্ বনেরি কালো ছায়ায়
নিবিড় ঝোপে ঝাড়ে ;
অন্ধকারে বল্‌ব তাঁরে
গোপন যত কথা—
বক্ষে যা' এ লুক্কায়িত
লক্ষ শত ব্যথা।
মর্ত্ত্য-জীবের প্রেম-কাহিনী
বল্‌ব আমি তারে ;—
সতীর দুখে কাঁদ্‌বে সতী
পুণ্য অশ্রু-ধারে ।

*   *   *

বল্‌ব আরো কত কথা
উঠ্‌ছে জেগে মনে ;
এম্‌নি মোরা কাট্‌ব নিশি
মাঠে, খালে, বনে।
ছুট্‌ব মোরা সকল খানে
ভাবেতে বিহ্বল ;
তরী বেয়ে ছুট্‌ব লু'টে
পল্লী-ভরা জল।

৪

কোন্ ভাষাতে বল্‌ব আমি,
কেমন্ হ'ল আজ্‌কে আমার
অজানা আহ্লাদ;
সরসিত অঙ্গ হ'ল,
হরষিত চিত্তে আমার
কিসের হ'ল সাধ।

এই বরষা—এই যামিনী
সজল নভে ঐ যে ভাসে
অভ্র-মাখা-শশী,—
আমার প্রাণে জাগায় ওরা
সজল যত স্বপ্ন কেন,
ভাব্‌ছি বসি' বসি'।

নিদ্রা নাহি আমার চোখে,—
জমিয়ে আছে স্তরে স্তরে
পল্লী-বনে বনে;
কোন্ জগতে আছি আমি?
কোথাও নাহি—কোথাও নাহি,
এই হলো কি মনে?

আজ্‌কে আমি কারে চাহি?
কেউ সে নহে—কেউ সে নহে;
সত্য বুঝি তাই?
বিশ্বজলের রাণী কোথায়?
চুপ্‌টি ক'রে ঘুমা যাহ্;
নাই সে কেহ নাই?

২রা ভাদ্র, ১৩১৯।
রাত্রি ১ টা।

জ্যোৎস্না

ওগো, সহরের এক অন্ধ-কারায়
আমি করি বাস ;
আপন কেহই নাইক পাশে
কি করি, প্রবাস !
সুনীল আকাশ খিড়্‌কী পথে
পাই না দেখিতে ;
মন্দ বাতাস গন্ধ লয়ে
বয়না আঁখিতে ।
আমি কোন্ কারণে আজ নিশীথে
বাইরে এসেছি,
বাইরে চেয়ে, কিছু গেয়ে,
অম্‌নি হেসেছি ;—
কোন্ আকাশে চাঁদ হাসিছে,
আকাশ গেছে ছেয়ে.
কেন্ নদীতে চল্‌ছে মাঝি
আবাস পানে ধেয়ে ।
কোন্ বকুলে আকুল কোয়েল
পঞ্চমেতে গায়,
কোথা, বেণুর ঝাড়ে সুপ্ত বায়স
দিবস ভেবে চায় !

কোঁড়াল কোথায় তেঁতুল গাছে,
ডাহুক্ নলের বনে,—
ডেকে আকুল করে সুদূর
পল্লীবাসিগণে।
কোথা, স্বপ্নঘোরে 'বৌকথা ক'
ডেকে ভাঙ্গে গলা,—
সেথায় কোথা নববধূ
ঘাটে মাজে থালা।
কোথায় শুয়ে বিরহিণী
ভাব্‌ছে প্রিয়-মুখ,
কোথায় বসে দম্পতীরা
ভুঞ্জে স্বর্গ-সুখ!
কোন্ পথের দু'ধারে জানি
ফুট্‌ছে শেফালিকা,
সে পথ দিয়ে চল্‌ছে কেগো
ধীরে ধীরে একা?

কোন্ বিজনে সাধক বসি'
ভাবছে শেষের কথা,
কোন্ কুটীরে কবি বসি
লিখ্‌ছে দেশের কথা!
জ্যোৎস্না রাতে সকল দিকে
ভাবে জোয়ার বয়,—
খোঁড়ায় নাচে, অন্ধে দেখে,
বোবায় কথা কয়!
কোন্ গগনে চাঁদ হাসিছে
জগত্ করে আলা,—
আমি নীরস পাঠ্য ল'য়ে—
হায় গো, এমন জ্বালা!

১৩১৬ সন।
ঢাকা।

কানন-পথে

কে যায় বাগান-পথে হাতে ল'য়ে বাতি রে,
হাতে ল'য়ে বাতি ?
কে যায় উজলি' এই সুখ-সন্ধ্যা-রাতি রে,
সুখ-সন্ধ্যা-রাতি ?
অঙ্গের লাবণী ধরা বহিয়া চলিছে রে,
বহিয়া চলিছে
কুরঙ্গ-নয়ন দুটি সুন্দর জ্বলিছে রে,
সুন্দর জ্বলিছে !
মরাল-গমনে ঐ কে চলিছে পথ রে,
কে চলিছে পথ ?
স্বরগের পথে আহা ! দেবী-মূর্ত্তিবৎ রে,
দেবী-মূর্ত্তিবৎ ।

বায়ু ভরে আলোটুকু বড় যে কাঁপিছে রে,
বড় যে কাঁপিছে।
অবলা সে মনে মনে পবনে শাপিছে রে,
পবনে শাপিছে।
বাম কর উঠাইয়ে আবরিছে আলো ঐ,
আবরিছে আলো ;
বিকশিত পদ্ম মত দেখিতে তা' ভালো ওগো,
দেখিতে তা' ভালো।
কে যায় বাগান-পথে হাতে লয়ে বাতি রে,
হাতে লয়ে বাতি ?
ফিরে না চাহিল মোরে আমি খেলা-সাথী রে,
আমি খেলা-সাথী।

১লা পৌষ, ১৩১৫।
দিবা ১০টা।

উদাসী

তবে—তবে ও তৃষিত!
বসবে নাকি এসে,
ওগো, আমার কুটীর মাঝে?
ফিরে গেলে, ফিরে এলে,
দাঁড়িয়ে র'লে দ্বারে
ওগো! ম'রে কপট লাজে!

হেঁটে এলে ক্লান্ত পায়ে
ক' জনমের পথ,
তুমি, কারে বেড়াও খুঁজি'?
তৃষায় তোমার শুষ্ক অধর,
অবশ অঙ্গখানি,
ক্রমে, চক্ষু এলো বুজি।

তুমি, হাঁট্‌তে আরো পার্‌বে বলে
মনেই নাহি লয়,
তুমি, হাঁট্‌বে কেমন করে ?
এক পাও আর চল্‌বে নাকো,
আস্‌বে যদি বল,
তবে, আন্‌তে হবে ধরে।

দেখ, আমি চির উদাস,
ঘরে আমার হেথা
কিছু, নাইকো শয্যা সাজ ;
আপন ব'লে ত্রিজগতে
নাইকো যাহার কেউ,
ওতে, কি-ই বা তাহার কাজ ?

এই ভাঙ্গা ঘরে ওগো,

বটের ছায়ার তলে

আমি, সদাই থাকি মরে,

ঝড়ের দিনে উড়ে চালা,

বাদল দিনে প'চে

তাহা, খ'সে খ'সেই পড়ে।

এ সব দেখে শুনে তোমার

ঘৃণা হ'লো মনে,

তাই, আস্‌বে নাকো কাছে !

কাঁধা ভাঙ্গা মেটে কল্‌সী

তাইতে ভরা পূরো

হেথা, শীতল জল তা' আছে।

খালি ক'রে ঢেলে দিব,
পিও পরাণ ভরে
তুমি, অঞ্জলি অঞ্জলি ;
শেষে ওগো ! শক্তি পেলে
যেথায় ইচ্ছা হয়
তুমি সেথায় যেও চলি'।

অধিক আমি বল্‌বো কি আর,
অপ্রিয় তা' হ'লে,
যদি, জ্বলে তোমার দেহ,—
একটী কথা আরো বলি,—
চেপে রাখ্‌তে নারি,—
যেন, তুমি আমার কেহ ।

৬ই আষাঢ়, ১৩১৭ ।
রাত্রি ১টা।

শাঙন জলে

মেঘ মুক্ত নীল গগনে
কুন্দ ফুলের চূর্ণ আজি
ছড়িয়ে গেছে রাশি রাশি ;
জোয়ার-ভরা পল্লী-খালে
নৌকা লয়ে বিকাল বেলা
বাহির হ'লেম হাসি হাসি ।

কূলে কূলে পূর্ণ হোথা
আম্র মূলে, পুকুর ঘাটে
কোন্ মেয়েদের অঙ্গ আলো ;
ঘাটের মাঝে হেলা ফেলা,
মুক্ত ক'রে চিকুর রাশি
নিশার মত নিবিড় কালো !

শাওন জলের সজলতা
অঙ্গ ভ'রে সুরার মত
সবাই মিলে কর্‌ছে পান ;
সজীব চোখে সকল দিকে
দৃষ্টি করে কাহার পানে ?
উদাস সুখে শিথিল প্রাণ !

সর্ব্বব্যাপী কোন্ সুদূরে
নিখিল জলের উৎসরূপা
বিশ্ব মেয়ের পূর্ণতায়
লক্ষ মতে মিশ্‌তে চাহে ;
মনের মাঝে স্বপন সুরে
অখণ্ড সে আপন আপন
আত্ম রূপের সাড়া পায়।

জলের দিনে কোন্‌টি মেয়ে
ঘরের কোণে রইতে পারে,
সইতে পারে বদ্ধতায় ?
নাচ্‌তে চাহে জলের মাঝে,
ডুব্‌তে চাহে, মর্‌তে চাহে,
এড়িয়ে যত ভবের দায়।

ছুট্‌তে চাহে সকল গ্রামে,
জুট্‌তে চাহে সকল মেয়ে,
লুট্‌তে চাহে ভরা জল।
একটি হয়ে, পূর্ণ হয়ে
ফুট্‌তে চাহে কেন্দ্রটিতে,
বিকিয়ে দুটি পদতল।

আমার তরী স্রোতের টানে
কোন্ সুদূরে বাঁশের বনে
লাগ্‌লো এসে অজানিতে;
শু'য়েছিলাম হাল্‌টি ধ'রে
পাল্‌টি ধ'রে দখিন হাতে
চিন্তা-ভরা উদাস চিতে।

সন্ধ্যা তখন নয়ন মু'দে
চতুর্দ্দিকে ছায়া-কালো
ঘুমের মন্ত্র পড়ে দিল ;—
সকল প্রাণী হঠাৎ ক'রে
কাজের কথা ভুলে গিয়ে
শয্যা পানে নিরখিল।

কোথায় থেকে বাহির হ'লেম,
কোথায় হ'বে ফিরে যেতে,
কোন্ কারণে রলেম ব'সে,
নাইকো মনে কোন কথা,—
কোন্ পাড়াটির শঙ্খধ্বনি
আলস-ভরা কানে পশে!

প্রাণে হ'লো প্রতিধ্বনি,
তন্দ্রা যেন ঘুচে গেল,
উঠ্‌তে চাহি পরাণ পণে;
হঠাৎ যেন পরশ কারো
সঞ্চারিল সঞ্জীবনী
ভাঙ্গা দেহে ভাঙ্গা মনে।

"ওগো আমায় ধরে তোল"
এই মিনতি থেকে থেকে
আমার প্রাণে সুরা ঢালে ;
চেয়ে দেখি, তরীর পাশে
পরিচিতা বাঞ্ছিতা সে,—
অঙ্গ অবশ শাঙন জলে!

"কোথায় থেকে এলে তুমি ?"
"ওগো আমায় ধ'রে তোল,"
বল্ল কথা হস্ত তুলি' ;
কত কথা সোহাগ ক'রে
বল্ব তারে দীর্ঘশ্বাসে,
সকল কথা গেলাম ভুলি !

তরীর 'পরে বসে বলে
চরণ ধরে নিঠুর কথা,—
"মর্‌ব বলে ঘাটে এসে
হঠাৎ দেখে তোমার তরী
দড়ি ফেলে কল্‌সী ফেলে
ছুটে এলাম হেসে হেসে।"

অশ্রু জলে অধীর হ'য়ে
শিশুর মত ফু'লে ফু'লে
কেঁদেছিলাম আপন মনে।
আত্ম ভোলা উদাসীনের
অজানিত কি শূন্যতা
পূর্ণ হ'লো বেণুর বনে!

চিরদিনের কি বিরহ,
মরণ-ভরা-ব্যবধানে
সুধা-সাগর উঠ্‌লো জাগি !
কোন্ দেবতার পূজাশেষে
দিয়েছিলে আত্মবলি
শাঙন জলে আমার লাগি ?

২৩শে আষাঢ়। ১৩১৯।
সন্ধ্যা।

বর্ষা-আবাহন

এস, ওগো এস, আয় বরষা !
নিখিল-যৌবন-রসে উথলি',
বঙ্গ-বন-ছায়া-তল প্লাবিয়া,
তাপ-দগ্ধ-বায়ু-ভার শীতলি'।

এস চির বিশ্বের মানসি !
এস চির-ঢল-ঢল-মূরতি !
কল-কল-সঙ্গীত-পূর্ণ,
স্বচ্ছ হে দ্রবময়ী ভারতী !

নেচে নেচে এস চির নবীনা !
তরণী-মরাল-কোটি-শোভিতা,
ধুয়ে ফেলো নীরসতা-কালিমা—
দ্রবময়ী অখণ্ড কবিতা !

নদ, নদী জলাশয় ভাসায়ে
এস, মহা পারাবার দলিয়া
মন্দাকিনী খ'সে পর ভূতলে,
পল্লী শিরে শিরে পর গলিয়া !

উথলিয়া উঠো নারী-অঙ্গে,
পুরুষের আঁখি প্রেমে উজলি' ;
ধরা করো যৌবন-সজলা.—
আকাশেতে ফুটাইয়া বিজলী ।

এস তুমি গগনের আভানে
জলদের করপুট ভরিয়া,
ধরণীর রসনাতে এস মা !
পিয়াসার আকুলতা হরিয়া ।

সুশীতলে ! যে'ও তুমি গোপনে
বিরহীর হৃদি-চিতা পরশি' ;
নব প্রাণ দিও মৃত ভুবনে
দিশি দিশি সঞ্জীবনী বরষি ।

২৫শে আষাঢ়, ১৩১৯ ।
সন্ধ্যা ।

—•—

যুক্তি

যদ্দিন তোর খাবার আছে,
পরাণ ভরে খেয়ে নে না,
ভাণ্ডার তোর শূন্য হ'লে,
করতে হলে করবি দেনা!
দেনাও যখন পাবি নাকো,
শুয়ে চক্ষু বুজে থাকো,
পেটের আগুন জ্বলবে ঊধাও,
চীৎকারিয়া মাকে ডাকো;
মরার সুরে ডাকো যদি,
কেউ সে ডাকা শুনিবে না;
খাবার আছে, খেয়ে নে না।

তাহার পরে কেঁদে কেঁদে
ক্ষুধা যখন মূর্চ্ছা যাবে,
হয়ত শুয়ে আছিস্, হোথা
রাঙা রবি অস্তে নাবে,
শয্যা কোনো দীঘির পারে,
শ্বেত শিলারি ঘাটের ধারে,
কল্‌সী কাঁকে ধনীর মেয়ে
জল্‌কে কেহ আস্‌তে পারে,
চটুল চোখের চকিত চাওয়া—
হয়ত তোরে দেখ্‌তে পাবে ;
রাঙা রবি অস্তে নাবে।

হ'তে পারে, সে দিন থেকে
ভাগ্য রে তোর গেলো ফিরে,—
মাকেই যদি ডাক্‌তে পারিস্‌,
আর তবে তোর ভাবনা কি রে ?
তোর ভবনে উচ্চ চূড়া,
তোর থালাতে রুতের মুড়া,
কুন্দ ফুলের শয্যায় তোর
কোমল হাতের পানের পুরা,
তোর অঘাটে সেদিন থেকে
নিত্য নূতন পান্‌সী ভিরে ;—
ভাগ্য রে তোর গেলো ফিরে !

দুদিন থেকে উপস ক'রে
ক্ষুধার নেশায় ঝুমে ঝুমে
নদীর পারে, বনের ধারে
হয়ত কখন পড়্লি ঘুমে ;
দেখ্লি স্বপন, ঊষায় সাঁঝে
পুরীর দ্বারে নবৎ বাজে,
হয়ত স্বপন ভাঙ্গলো না আর
রাজা হ'লি জগত মাঝে !
লক্ষ্মীরাণী স্বয়ং এসে
গণ্ডরে তোর গেলো চুমে !
ক্ষুধার নেশায় পড়্লি ঘুমে ।

মাথাটা সে ঠিক রেখো ভাই
ভাল মানুষ হও বা পাছে !
দৈন্য, দুঃখ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা
সংসারেরি জীবের কাছে।
ভবিষ্যতের ভাব্‌না কোরে
তোর কেন রে মাথা ঘোরে !
ভয়-ভাবনা-সরম-করম
কখন যেন পায়না তোরে ;
তোর বুকেতে আসন পেতে,
রাণীরে তোর বীণা হাতে
গান গাহিতে বসে আছে ;
সে গান শুনে মূর্চ্ছা যেতে
বিশ্ব-পরাণ দ্বারে নাচে।

২৫শে শ্রাবণ। ১৩১৭।
রাত্রি ৯টা।

মৃত্যু-বিভীষিকা

১

আমি কি মরিব গো মা, তাহা তুমি করিয়াছ সাধ ?
তাই সদা কানে বাজে প্রলয়ের ভীম সিংহনাদ ?

২

করাল-দশন-রাশি-বিকশিত ভ্রূকুটীতে কেহ
হিংসাবিষে জর্জ্জরিত, সংসারেতে রহে নিঃসন্দেহ।
রক্ত আঁখি, বক্রগতি, ফিরিছে সে সন্ধানে আমার,
মহাপ্রলয়ের কোন্ মূর্ত্তিমান মোহ-অন্ধকার।
দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি, বুদ্ধি মোর করিয়াছে গ্রাস,
উদ্যত বজ্‌র করে রোষভরে ফেলে ঘন শ্বাস।
নিঃসহায় প্রাণ মোর পলাইতে পথ নাহি পায়,
ভয়ে ভয়ে কাঁপে, আর কাঁদে, আর করে হায়! হায়!

৩

আপনার জন যা'রা, মিছে তা'রা আপনার জন,
কিছুনা বুঝিতে পারে,—কহে কহে প্রবোধ বচন,
গর্ব্ব ভরে কেহ কেহ বকে যায় নিজ মতামত,
কেহ চাহে ফিরে ফিরে—কৌতূহলে চলে যায় পথ,
স্নেহ ভরে কভু কেহ অকারণে চেয়ে থাকে থির,
দয়াভরে সাধে কেহ লয়ে যত সুখ পৃথিবীর,
কেহ দেবতার পায়ে ভিক্ষা মাগে যত প্রতিকার
আমার দুঃখেতে সদা ডালি দেয় সুখ আপনার।

৪

কিন্তু মিছে—মিছে যত পৃথিবীর স্নেহ ভালবাসা,
প্রাণে মরণের ত্রাস, অন্তরেতে করাল নিরাশা!
জানি আমি, কিছুতেই মিটিবে না কোন আশা মোর,
নারিবে খুলিতে কেহ হাতে বাধা এই লৌহ-ডোর —
ধরিয়া রাখিবে কেবা, দেখ মোরে টেনে নিয়ে যায়!
নিঠুর পাষাণ কাল কোনোখানে ক্ষণ না দাঁড়ায়!
আমার প্রাণের যত সুধা-ভাষী বিহগের দল,
আমারে ঘিরিয়া আজো গান তারা গাহে নিরমল,
আমারে চাহিয়া আজো মেয়ে বধূ করে কানাকানি,
ছেলেরা আজিও মোরে ভালবেসে কাছে লয় টানি;
আজো চাহি ফিরে ফিরে ভরাজলে মাঝি বাহে তরী,
চলে ওরা তালে তালে নদী-জলে ঘট ভরি' ভরি'!
তীরে তীরে কাশ-বনে ভারতীর শুভ্র রূপরাশি
থরে থরে ফোটে, আর মনে হয় ফিরে দেখে আসি!
সুশীতল বিজনতা পল্লীবাটে, আজো মনে জাগে,
মাঠে মাঠে ছুটোছুটি, খেলাছলে, আজো ভাল লাগে।
দীঘি পাড়ে গান গাওয়া, একা বসে সন্ধ্যা-অন্ধকারে;
শূন্য পানে চেয়ে থাকা—তারাগুলি ফোটে ভারে ভারে।

৫

কালো পল্লী-বন-ফাঁকে স্বপ্ন ভরে দীপগুলি জ্বলে,
কোমল হৃদয় কত সে আলোতে হেরি কুতুহলে,—
আধ ঢাকা কত মুখ, কত আঁখি, কত দুটি পদ,
পুলক-পরশ-পূর্ণ কত বুক প্রেমে গদগদ !—
সূক্ষ্ম কিরণের পথে সেই আলো কত স্নেহ ভরে
স্বর্গ-সুধা মেখে তাহা এনে দেয় আমার অন্তরে ;
বাতাসেতে কান পেতে তাহাদের সুধাবাণী কত
ভালবাসি মনে মনে শুনে আমি আজো সেই মত !
নৈশ নীরবতা অহো ! আজো মোরে করে আকর্ষণ ;—
সেই দীঘি, সেই মাঠ, সেই পল্লী, সেই সে গগন,
কিছু কি ভুলেছি আমি ? আজো ভরে উনমাদ হয়ে
সারানিশি জাগিবারে সাধ হয় চাঁদিমারে লয়ে।
সাধ হয় দিশি দিশি বহি' আমি বাতাসের মত
সকল পরশি' যাই—গাহি প্রেম-কাহিনী নিয়ত,—
চুমে যাই বনে বনে কোটি কোটি কলিকা কুসুম,
উষার আলোক হ'য়ে ভেঙ্গে দেই জগতের ঘুম,
চাঁদের আলোক হয়ে প্রেম-রসে পূর্ণ করি ধরা,
বরষাতে ধরণীর ঘুচাইতে চাহি মৃত্যু-জরা,
মধু মাসে চাহি আমি জাগাইতে সুধাহাসিমুখ,
শরতে মায়েরে ডেকে দূর করি জগতের দুখ।—

৬

কত আশা পরাণের কা'রে আমি কহিব গো আর ?
এমন কে আছে জন, কোনো মত করে প্রতিকার ?
মধ্য গগনেতে আজি ডুবে যাবে আমার তপন,
কে আমারে ধরা হ'তে অকারণে করিছে গোপন ?
আমার সকল আলো অন্ধকারে নিভাইয়া যায়!
আঁধার প্রলয়ানলে অফুরন্ত আশার চিতায়।
জীবন্ত দহিবে মোরে—ভস্ম হ'বে কোটি অনুরাগ!
আকাশে দেবতা নাহি—মর্ত্তে নর, পাতালেতে নাগ!

৭

তোরা সবে ফিরে যাগো, পূরাইব বিধাতার আশ,—
ফিরে যাগো নর-পাখী-জল-মাটি-আকাশ-বাতাস!
হে গো আত্মা ধরণীর, হাসিমুখে দে মোরে বিদায়—
মরিব—মরিব আমি—এই—এই যায়, নিয়ে যায়!
নহিলে পারিস্ যদি কালীমূর্ত্তি দাঁড়া রোধি পথ,
দগ্ধ হবে নেত্রানলে ভস্ম হবে মুহূর্ত্তে অসৎ।
কাজ নাই—শ্রীচরণে অন্তে মাতা! দে আমারে ঠাঁই
বাঁচিতে চাহিনা আমি—পদস্পর্শে মরিবারে চাই;
আঁখি-গর্ভ হ'তে মোর কল্ কলে ছুটিবে গো ধারা
—পুনর্জ্জন্ম জাহ্নবীর, সঞ্জীবিতে অভিশপ্ত ধরা!

কুমিল্লা, ১৩১৯ সন।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা

রূপে আলোড়িত করি' কোজাগর নিশি,
বিশ্ব চরাচর আজি সঞ্জীবিত করি,'
মরতের দৈন্য-দুঃখ-দরিদ্রতা নাশি,—
বিষ্ণু-হিয়া-বিহারিণি! এলে মরি! মরি!
ঘরে, দ্বারে, মাঠে, ঘাটে বিভব-শ্রী-মাখা
সর্ব্বব্যাপি শ্রীচরণ-চিহ্ন তব আঁকা!

১৩১৯
লক্ষ্মীপূর্ণিমা।

পল্লী-পুকুর

এবার আমার পল্লী-পুকুর ভাঙ্গ্ পড়েনি তায়,
টল্ টলে নীল জল খানি তার চোক্ জুড়িয়ে যায়।
দখিন্ পারে খেতের আলে পুষ্পিত মাঁদার,
বাহু তুলে অম্‌নি করে নৃত্য অনিবার।
তল দিয়ে তার সাদা পথ্‌টি বামুন পাড়ার দিক্,
সদাই করে আনাগোনা পল্লীর পথিক।
বাম দিকে ত'র পল্লী-পুকুর ডান্ দিকে তা'র মাঠ
একদিকে তা'র বকুল গাছের মস্ত সদর ঘাট। ১

পূব-উত্তরে একটি দুটি তল্লা বাঁশের বন,
সরল শোভায় কাউ গাছেরে দিচ্ছে আলিঙ্গন ;
ফাঁক দিয়ে তা'র উঁকি মার্‌ছে গাব্‌ বাগানের ছায়া ;
এক দিকে তা'র হিজল বরুণ অষ্ট-বক্র-কায়া।
ঐ যেখানে মাছ্‌রাঙ্গাটি ব'সে আছে তীরে,
'সোনা-লতা' জড়িয়ে আছে মাঁদার গাছের শিরে,
হিজল-শাখা পরাণ ভ'রে জল করিছে পান,
ঐ ঘাটেরে দল বাঁধিয়ে মোরা করি স্নান। ২

এই পারেতে বামুন পাড়া, উত্তরেতে চাষী,
ও পারেতে বোসের পাড়া, পল্লী প্রতিবাসী।
শুয়া বনের ফাঁক দিয়ে যে ছনের ঘরের 'টুই',
ঐ ওঘরে শয্যা আমার, হোথায় আমি শুই।
ঐ ওখানে ওপারেতে দুটি ডাবের গাছে,
রবি শশীর কিরণ গুলি পাতার উপর নাচে।
মাঝ দিয়ে তা'র বোসের পাড়ার খিড়্‌কি ঘাটের পথ,
বৌ-ঝিয়েরা আসা যাওয়া করে অবিরত। ৩

করে তা'দের কাঁকন্‌ বাজে, পায়ে বাজে মল,
প্রেমে তাদের অঙ্গগুলি সদাই ঢল ঢল ;
ললাট-ঢাকা-ঘোমটা তাদের ডাগর ডাগর চোক,
বসন দিয়ে ঢাকা তাদের অঙ্গেরি আলোক।
কল্‌সী কাঁখে, বাসন করে, চলে যাইতে দু'পা'
নিতম্বেতে ঝিলিক্ জ্বলে চন্দ্র হারের রূপা।
বড় বড় কল্‌সী কাঁকে ছোটো ছোটো মেয়ে
অর্থ বিহীন থাকে ঘাটে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে। ৪

ছায়া-কালো পুকুর কোণে স্নিগ্ধ ও সজল,
জলের মাঝে যাচ্ছে দেখা 'হেলেঞ্চার' দল ;
সবুজ বরণ ফরিঙ গুলা নৃত্য করে তায়।
কল্‌মি লতায় ফুল ফুটেছে, মধুর দেখা যায় !
ঝ'রে পরে তারার মত রাঙ্গা হিজল ফুল,
জলে জলে ভাস্‌ছে তাহা, বাতাসে আকুল।
উঠ্‌ছে ভেসে মৎস্য কত ঢেউ তুলেছে জলে,—
বাঁশের বনে প্রৌঢ় দুটি বড়্‌শী লয়ে চলে। ৫

ছোটো ছোটো মেয়ের মত ঐ পারেতে থেকে
ঘাটের পথে বিয়ের 'লায়েক' ছেলে মেয়ে দেখে,
বরুণ গাছের কোটর থেকে জোকারিয়া পাখী
আহ্লাদে সে উলুধ্বনি কর্‌ছে থাকি থাকি।
পূবের ঘাটে আমের গাছে 'কুটুম্ পাখীর' বাস,—
'পথে কুটুম্' বলে ডাকে,—নারীর মুখে হাস!
থাক্ তবেরে ও প্রবাসি! বল্‌বি কত আর;—
তোর পল্লী-পুকুর দেখ্‌বি কবে ভাব্ দেখি এবার। ৬

১২ই চৈত্র; ১৩১৬।
দিবা ৯ টা।

আমার

কর্ম্ম-স্রোতে আপন পথে ধেয়ে চলে যাই,
হৃদয় হ'তে মুখ্‌টি তুলে কখন্ কখন্ চাই;
পথের মাঝে চল্‌ছে পান্থ পিছে, কতক আগে,
বারেক চেয়ে তা'দের কা'রে হয়ত মনে লাগে;
চোখের আড়াল হ'বার আগে চাইয়ে আর বার,
মনে মনে বলি তারে,
তুমিও আমার।

কোথায় কোনো পল্লী-বুকে পুকুর পারের পথে
সঙ্গী সনে পল্লী-বালা চল্‌ছে আপন মতে ;
কিম্বা কোনো খিড়্‌কি-ঘাটে মেয়েরা যখন
বাসন হাতে গল্প করে, হাসে অকারণ,
পরপারে হেটে যে'তে চাইয়ে আর বার,
তাদের মাঝে বলি কা'রে,
তুমিও আমার ।

আবাস-পথে গয়েনা খানি চল্‌ছে নদী ব'য়ে,
রূপসীরা সিনান করে সোনার কল্‌সী ল'য়ে,—
ছাদের উপর পালের ছায়ে ব'সে দেখি তাই
খেলা দেখে গুন্‌গুনিয়ে কত হাসি, গাই ;
চোখের আড়াল হবার আগে চাইয়ে আরবার
নদীর ঘাটে বলি, তোরা
সকলি আমার ।

সকাল বেলা প্রবাস যাত্রা কর্‌ছে ঘরের ছেলে
ঘির্‌ছে পাড়ার মেয়ে ছেলে হাতের কর্ম্ম ফেলে ;
অতিথ্‌ ব'সে আড়াল থেকে দেখ্‌ছে প্রেমের খেলা
সোনার বঙ্গে পল্লী পাড়ায় সরল প্রাণের মেলা ।
চোখের আড়াল হবার আগে চাহিয়ে বারবার
অতিথ্‌ বলে, পল্লীবাসী
সকলি আমার

ঢাকা, ১৩১৬, ফাল্গুন, সন্ধ্যা ।

শারদীয়া

১

বরষে বরষে এসে যাও তুমি,
ধরা নাহি দাও মোরে,—
ছুটে ছুটে আমি খুঁজি মা, তোমারে
কোন্ স্বপনের ঘোরে!
প্রতি শরতে মা, মরতে আসিয়া
ভালবেসে যাও সবে,—
কি মহা প্রভাতে জেগে উঠে ধরা
মাতে কি মহোৎসবে!

২

সুনীল-শুভ্র-অমিয়-মথিত
নূতন গগন খানি—
স্বর্গের মহা চন্দ্রাতপ সে
শূন্যে কে দেয় টানি,
সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা-কোটি
অঙ্কিত তাহে কিবা!
কি যে অমৃত জ্যোতিঃ জ্যোৎসনা
ঝ'রে পরে নিশি দিবা!

৩

লতিকা-সূত্রে বঙ্গকুসুমে
আজি কোটি কোটি মালা
গাঁথিয়া যতনে বনে বনে যত
দাঁড়ায়েছে বন-বালা।

৪

সারা নিশি ধরি' লক্ষ তারায়
স্বর্গের কোন্ ফুল,
ঊর্দ্ধ আকাশে ঝরিয়া ঝরিয়া
উষায় পেয়েছে কুল।—
বঙ্গের যত শিউলি গাছের
পাতায় পাতায় মরি!
স্বর্গের ফুল আকাশের তারা—
পড়িয়াছে ঝরি' ঝরি'!
পল্লী-বালক বালিকা সবাই
জুটি' ঐ দলে দলে
সৌরভময় শিউলি লুটিছে,
ছুটি' ছুটি' তার তলে।

৫

আজি ঢল ঢল ভাদরের জলে,
বিলে আর সরোবরে,
পুকুরে পুকুরে হাজার কমলে
হেলে দুলে সুধাভরে,
ফুটিয়া উঠেছে জলের আত্মা
নির্ম্মল সুশীতল ;—
সমীর লুটিছে সৌরভ তা'র,
সুধাভার অলিদল।
ভরা জলে আজ সকল খালেতে,
অকূল ধানের মাঠে,—
নলে, বেতে, কাশে পূর্ণ সকল
হিজল বরুণ বাটে—
নানা জাতি বন-কুসুম-সুরভি
সন্ত মদিরাময়,—
ছায়া-সুশীতল সজল সমীর
পল্লীজগতে বয়।

হাসি' হাসি' সেথা রাশি রাশি ফোটে
কুমুদ সকল খানে,
মৃদু সুমধুর গন্ধ তাহার
অজ্ঞাতে পশে প্রাণে ;
এপাড়া সে পাড়া তরণী বাহিয়া
বেড়ায় সকলে আজ,—
কা'র সাড়া পেয়ে ছুটে মা, সকলে
হেলা করি' গৃহকাজ ?
একে অপরের মুখে হেসে চায়
ভুলিয়া আপন পর,
মহোৎসবের বার্ত্তা নীরবে
কহিছে পরস্পর।
প্রভাত-পবনে আজি গো জননী,
শ্রীকর-পরশ তব
সুশীতল করি' অঙ্গ সবার
প্রাণে দেয় সুধা নব।

৬

জলে জলে আজি তব স্নেহ-রস
উজ্জ্বল ঢল ঢল,—
স্তন-অমৃত শত তরঙ্গে
উছলিছে কল কল!
শুভ্র শীতল অঞ্চল তব
আজি জ্যোৎসনা রাতে
বিতরে শান্তি নিদ্রা-মগন—
জগতে মলয়-বাতে।
বিটপী লতায় বিহঙ্গ গায়,
সবে পায় তব সাড়া;
অজানা সুখেতে নর নারী আজি
পদে পদে দিশে হারা!
আকাশে, বাতাসে, জলে আর স্থলে,
ব্যাপিয়া সপ্ত লোকে
ছাপি' পরমাণু মহা অনন্তে
জাগিয়াছ তুমি সুখে!
সন্ধ্যা উষায় উজলিয়া ধরা
চরণালক্ত-রাগে
ঘরে ঘরে তুমি হৃদয়ে-হৃদয়ে
জাগ স্নেহ অনুরাগে।

৭

এমনি করিয়া শতেক শরতে
কত এলে, গেলে তুমি,
মহাউৎসবে বরষে বরষে
জাগায়ে বঙ্গভূমি।
জননি! আমি যে তোমারি আশায়
ছুটিয়াছি আজনম,
ধরা দিবেনা কি দীন ভকতেরে?
এত তুমি নিরমম!
পারিবে ভেবেছ চিরদিন ধরি'
ছলিতে আমারে দেবি!—
জনম জনম বিফলে তা'হ'লে
তোমার চরণ সেবি?
মা তুমি পরমা প্রকৃতি, আর
আমি এ বদ্ধ কীট্,
ক্ষুদ্র হৃদয় করিয়াছি আমি
তোমার তীর্থ-পীঠ্।

ত্যাগের খড়্গে লক্ষ লক্ষ

কামনা-মহিষ-ছাগ

বলি দিয়ে, হেথা, নামাহুতি দিয়ে

করিয়াছি কোটি যাগ।

তারি ফলে আমি সাড়া পেয়ে তব,

শুনে মা তোমার ডাক—

ডাকিনু তোমারে সেদিন ফুঁকারি,

এ মোর শুভ্র শাঁখ ;

রচিয়া কবিতা, সঙ্গীত গাহি,

ঘরের বাহির হই'

দেখিলাম চেয়ে আড়ালে আড়ালে

ফিরিছ ছলনাময়ি !

সাড়া দিয়ে মোরে ধরা নাহি দাও,

ডাকিয়া পাগল কর !

মহা উৎসবে অয়ি শারদীয়া !

আসি' প্রতি বৎসর—

শুভ্র আলোকে বিরাট-মুক্তি-
—পুলক-উৎস-মাঝ
মায়া-আবরণে বিশ্বের মনে
করিতেছ মা, বিরাজ !
দেখা দিবে কিনা, ভক্ত অধীনা ?
সহিতে না পারি আর !—
অসহ্য— ! সেই শরত মরতে
আইল পুনর্ব্বার !
কোন্ পথে ধাই—কোন্ দিকে চাই—
মহা সুধা-পারাবারে ?
দেহ টুটে যায়—ফেটে যায় হিয়া !
ছুটে যায় চারি ধারে !
অন্তর মোর !—প্রাণ অনন্তে
মিশায়ে হারায়ে যায় !
মহা আনন্দ-তরঙ্গ রাশি
উথলিয়া উঠে তায় ! !

৮

কই—কই—অয়ি দেবি! জগত ব্যাপিনি!
পরমা প্রকৃতি মহা আনন্দ রূপিনি!
নিখিল-জননী তুমি কোথা ব্রহ্মময়ি!
পরম উৎসবময়ী শারদীয়া অয়ি,
দেখা দাও,—ধরা দাও—সাড়া দাও মাগো!
সদা পূর্ণে! পূর্ণ রূপে চরাচরে জাগো।

৯

আমি ছাড়িবনা, আজি উন্মাদের বেশে,
আড়ালে আড়ালে তুমি মুচকিয়া হেসে,
দেখিব কেমনে সারা উৎসবের মূলে,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মে আর স্থূল হ'তে স্থূলে
ছুটিয়া বেড়াও তুমি ব্যাপি' দিক্ দশ
কি মহা অমৃতে বিশ্ব করিয়া সরস!
তল্লাসি' দেখিব প্রতি রেণু অণু আজ,—
পর্ব্বতে, সাগরে, মহা আকাশের মাঝ,
প্রতি ফুলে—বন ফুলে, কোটী তারকায়,
উদ্ভিদ্-জগতে প্রতি পাতায় পাতায়
শিরায় শিরায় আজি তন্ন তন্ন করি'
দেখিব কোথায় আছ অমৃত আকরি।—
কাননে কাননে, আজি পশিব পাগল,
পরাণে পরাণে মহা পুলক বিহ্বল।

আলোকে, ছায়াতে, আর বাতাসে বাতাসে
বিলে, খালে, সরোবরে, পুকুরে, হুতাসে
ছুটিব, লুটিব, ছানি' নিখিল চেতনা
বাঁধিব চিন্ময়ী তোমা, আজি ছাড়িব না!
করিব তোমার পূজা; ডাকিব তোমারে
আকুল ব্যাকুল হয়ে; শঁাখের ফুৎকারে
উদ্বোধন মন্ত্র উচ্চে করি' উচ্চারণ
মন্দিরে প্রতিষ্ঠা তব করিব চরণ।
নিখিল-উৎসব-উৎস অয়ি শারদীয়া!
আপনার যাহা কিছু অঞ্জলিতে দিয়া
তোমার কোলেতে উঠি—তার পরে, পান
করিব স্তনের সুধা ভরি' শূন্য প্রাণ,—
যাবৎ আমার
নাহি হয় চির শান্তি সর্ব্ব কামনার,—
যাবৎ জীবনে
মুক্তিলাভ নাহি করি দেহ-প্রাণ-মনে,—
ঐ রাঙ্গা পায়ে
যাবৎ নিঃশেষে মোরে না লহ মজা'য়ে।

৩১শে আশ্বিন, ১৩২০।
দিবা ১২ টা।

নদীর তীরে

এলাম সাঁঝে নদীর তীরে
গান করিতে ;

পড়লো মনে কাহার কথা,—
ভরা জলের সজলতা
পিয়াস ভরা উদাস চোখে
পান করিতে।

শতেক তরী মুক্ত হিয়া
যাচ্ছে উড়ে বাদাম দিয়া,—
মনের মানুষ ভাব্‌ছে বসি
কোন্‌ তরীতে ?

কাশ বনেরি মধ্য পথে
ঐ এল কে পল্লী হ'তে,
সোনার হাতে, সোনার ঘটে
জল ভরিতে ?

নদীর তীরে

ঐ ওপারে সন্ধ্যা হ'লে
অরণ্যেতে আলোক জ্বলে,—
বন-বাসরে কে আজ এলো
প্রাণ হরিতে ?

আজ হবেনা ফিরে যেতে,
চাঁদ উঠেছে আকাশেতে,
আস্‌বে মোরে পদ্ম-মালায়
কেউ বরিতে।

অশরীরী দেব-কুমারী
বস্‌বে নভে সারি সারি
শুভ্র মেঘের আশীর্ব্বাদী
ফুল ছুড়িতে।

মিলন শেষে অর্দ্ধ রাতে
ভবের পাড়ি পূর্ণিমাতে,—
বল্‌ব তারে মুক্ত জলে
হাল ধরিতে।

১১ই ভাদ্র, ১৩১৯।
রাত্রি ৮টা।

নিধি

কোন্ গগনে উঠ্‌বে এ চাঁদ
শুভ্র জ্যোতিঃ, পূর্ণ কলা ?
কোন্ দেশেতে ঝড়্‌বে এ মেঘ—
সজল আকাশ-নয়ন-গলা ?

কোন্ বাগানে ফুট্‌বে এ ফুল
মাতিয়ে বিশ্ব সৌরভে ?
কোন্ অরণ্য হবে ধন্য
এমন ছায়ার গৌরবে ?

কোন্ মেঘেরি বুকের আলো,
কোন্ মেঘেরি কণ্ঠহার,
জ্ব'লে অম্‌নি নিভিয়ে যাবে
স্থির বিজুলী এই আমার ?

কোন্ তাপিত কর্‌বে সিনান
এমন শীতল সরসে ?
কোন্ লৌহ স্বর্ণ হবে
এমন মণির পরশে ?

কোন্ বিজনে কল্‌কলিয়ে
বহিয়ে যাবে নদী এ ?
রোঁয়ার ক্ষেতে, কাঁশের বনে
ঝলক্ ঝলক্ ঢেউ দিয়ে ?

আমার সাধা মন্ত্র-পড়া
বীণার যন্ত্রী হবে কে ?
আমার বীণা ঝঙ্কারিবে
এমন মানুষ ভবে কে ?

ক'দিন নিয়ে রাখ্‌বে আটক্
আমায় খাঁচার পক্ষীটি ?
আমার বুকে আস্‌বে ফিরে
আমার বুকের লক্ষ্মীটি ।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।
রাত্রি ১২টা ।

উপলব্ধি

কি আমি করিব আজি
নিশীথে ?
দিবা যেন গেছে ছল-
হাসিতে।
একেলাটি সারানিশি
জাগিয়া
সাধ হয় কা'রে ভাল-
বাসিতে।

দেহের মাঝারে আজি
ভিতরে
কে যেন গো বসে আছে
কাতরে ;
বরষা ঝরিছে তার
নয়নে,
গাহিছে কি সকরুণ
গীত রে।

জল-কল-কল্লোল
মধুরে
আমাতে বাজিছে কোন্
সুদূরে।
এ পরাণে উঠিল কে
উছলি ?
জাগিল কি বাঞ্ছিত
বঁধু রে ?

ওগো, তবে ভালবাসি
কাহারে ?
যারে চাই পেয়েছি কি
তাহারে ?
পূর্ণিমা জাগিয়াছে
হৃদয়ে,
পূর্ণ এ অন্তর
আহা রে !

কূলে কূলে ঢলঢল
লাবণী
শ্যামল বরষার
অবনী ;
বাজে কল ঝিল্লীর
বাঁশরী
জোছনায় ঝরে পড়ে
নবনী !

গগনেতে কে এসেছে
অতিথ,—
ক্ষীরোদ রতনাকর
মথিত !
শীতল জোছনাকর
চাঁদিমা ;
জলে ছবি চঞ্চল
পতিত।

স্বচ্ছ সে সলিলের
অতলে,
সুন্দর উপবন
পাতালে !
কালো বন নু'য়ে পড়ে
দীঘিতে,
এ মায়া এঁকেছে কোন্
মাতালে ?

ভরা-জলে তরী বাহে
কাহারা ?
আধ আধ দেখা যায়
চেহারা ;
বেহুলার অশ্রুময়
কাহিনী
ধীরে ধীরে গেয়ে যায়
তাহারা ।

পল্লী

আকাশেতে মেঘ গেছে
টুটিয়া,
এসেছি দীঘির পারে
ছুটিয়া,
সুশীতল সমীরণ
বহিছে
সারা মন, সারা দেহ
লুটিয়া।

উপলব্ধি

আজি আমি লিখিবনা
কবিতা,—
কে আজি হৃদয়ে এলো
ভাবি তা'
মরমের ওগো মেয়ে
অতিথি!
আমারে বাসিস্ ভাল
ক'বি তা'।

আজি আমি নিশি ভোর
কাঁদিয়া
হৃদয়ে রাখিব তোরে
বাঁধিয়া ;
এখনো দেখিনি তব
ছবিটি
ভাবি যে পূজিব তোরে
কি দিয়া।

কালি এই কালো নিশি
প্রভাতে
জগত সাজিবে নব
শোভাতে,-
উজ্জ্বল হবে মম
জীবন
উষাময়ী! তব রূপ-
আভাতে।

১লা শ্রাবণ, ১৩১৮।
রাত্রি ১টা।

কুটীরে

আমি শুয়ে আছি কুটীরে আমার,—
হু-হু ক'রে বায়ু চলে যায়
কাননের ফাঁকায় ফাঁকায়,
পল্লবেরা ছুটে যেতে চায়,
কোথা দুর অনন্তের পার।

এ আমার কুটীর সমুখে
জবা, বেল, টগর, কাঞ্চন,
পরে ছোটো মাঠ ভরা ছন,
নল, বেত, ইকরের বন,
নদীগায় পড়িয়াছে ঝুঁকে।

এ সবার ফাঁক দিয়ে দিয়ে,
ছুঁ'য়ে লতা, পল্লব, তরু,
দৃষ্টি মোর হ'য়ে অতি সরু,
দেখিতেছে ওপারের মরু,
জলরাশি পার হ'য়ে গিয়ে।

চেয়ে দেখি ওপারের ঘাটে,
কাঁকে ল'য়ে সোনার কলসী
আসে যায় কাহারা উলসি,'
কা'রা সব ঘাটে আছে বসি,'
ঘট ভরি' কা'রা ধায় মাঠে।

ছোটো ছোটো মুরতিগুলিন্
সবারেই ভালবাসিবার
শকতি তা' আছে গো আমার
ওরা কেন আসে না এপার
বক্ষে মোর হয়না বিলীন ?

দূরে যেন বনের মাঝেতে
শুনি কা'র কাঁকন-ঝঙ্কার,
শুনি কা'র নূপুরের ধ্বনি,
কুটীরে কে আসিছে আমার—
মেঘে কালো বিজন সাঁঝেতে ?

অপরাহ্ণ,
২ রা আষাঢ়।
১৩১৭।

———•———

বিশ্বমিলন

কোথায় কে যে ডাক্‌ছে মোরে
বুঝ্‌তে নাহি পারি ;—
কোন্ তটিনী, কোন পারাবার,
কোন্ সে মাঠের এপার ওপার,
কোন্ পাহাড়ের ধ্যানের টানে
স্থির রহিতে নারি।

পরাণ আমার চতুর্দ্দিকে
বেড়ায় খুঁজে কা'রে ?
কোন্ তারকা কোন্ গগনে,
কোন্ মায়াবী কোন্ সে বনে,
কোন্ বিজনে সে কোন্ জনা
ডাক্‌ছে অভিসারে ?

হঠাৎ পরাণ হয় উতলা
কারণ কি তা' ভাবি !
ঋণ করেছি কখন্ কোথা,
কোন্ সে চির আত্মরতা
মনে মনে অষ্ট প্রহর
কর্‌ছে কি যে দাবী !

কোন্ সে সুদূর পল্লী-মাঝে
কোন্ সে দীঘির পারে,
কোন্ নারিকেল গুবাক্-ঘেরা
কাহার পুরী গ্রামের সেরা,—
তাহার মাঝে হয়ত জাগে
কেউ বিরহ-ভারে।

মুক্ত জলে কোন্ তরীতে
দশের মাঝে একা
জলের মাঝে বাজ্ছে বাঁশী,
নীল গগনের মুচকি হাসি—
উদাস ক'রে মনটি তাহার,
কাহার মাগে দেখা ?

খিড়্কি পুরে আম্রবনের
ছায়া-স্নেহের মাঝে,
কাহার ভাবে ভেসে ভেসে
বেড়িয়ে কোথা বেড়ায় কে সে
বিশ্ব থেকে গোপন রহি,
মগ্ন আপন লাজে ?

কিম্বা কোথা সৌধ-মাঝে
বাতায়নের পথে,
সুদূর পানে চেয়ে চেয়ে
ডাক্‌ছে কারে কোন্ সে মেয়ে,—
আস্‌বে কেহ মনের মানুষ
নিখিল-বিশ্ব-রথে ?

কাব্য কোথা পড়্‌ছে কেহ
কোন্ নিরালা ঘরে,—
পুঁথির ভাবের মধ্য দিয়া
উত্তরিবে কোথায় গিয়া ;
কাহার পায়ে পরাণ বেঁধে
কাহার পরাণ হ'রে !

রাত্রি দিনে সবার মনে,
সবার দেহে প্রাণে,
যাহাই ভাবে, যাহাই করে,
আমার তরে—আমার তরে—
আত্মা আমার পাগল ভোলা
সবে আত্ম-দানে।

চতুর্দ্দিকে চরাচরে
ছড়িয়ে আছি আমি,—
তাইতে সবে আমায় টানে,
মন জানে না, আত্মা জানে,
উদাস হ'য়ে তাইতে থাকি
চির-দিবস-যামী।

ছড়িয়ে আছি, জড়িয়ে আছি
সকল অতীত কালে ;
সবার মনে জড়িয়ে আছি,—
সবার সাথে মরি বাঁচি.
অমর হয়ে নৃত্য করি
যুগ-তরঙ্গ-তালে।

আবার হের চল্‌ছি ছুটে
ভবিষ্যতের পানে ;
রইব স'রে সবার থেকে,
ছুট্‌বে সবে আমায় ডেকে,
চির উদাস রইব আমি
ত্রিভুবনের টানে।

ইচ্ছা করে, আকাশ-বাতাস—
আঁধার-আলো হ'য়ে
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ভ'রে
ছড়িয়ে থাকি সবার তরে,—
নিঃশেষেতে মজ্‌তে চাহি
বিশ্ব-পরাণ ল'য়ে।

ইচ্ছা করে, বদ্ধ কায়া
চির দিনের তরে
ঘুচুক্‌ আজি এই নিমেষে
মুক্ত প্রেমের হাসি হেসে
অনন্তেরি আত্মা আজি
নিক্‌ আমারে হরে।

৩ রা ভাদ্র; ১৩১৯।
রাত্রি ১২ টা।

একেলা

আজি নদীর কূলে, আপন ভুলে
দাঁড়িয়ে আছি একেলারে ;
হেরি কাজল মেঘের সাঁঝের খেলা,
অই আমার দেশের মাঠের পারে
অই সজল মেঘে চেয়ে আছে কে ?
থেকে থেকে আঁখি মুছে কে ?
কা'র চাহনি চমকি চাহে
এই পরবাসী অভাগারে ? †

—o—

† সুর, "দিবা অবসান হ'ল—"

সজল আঁখি

এই নদী-জলে ভাসে
তব জলে ভরা আঁখি দুটি!
মনে ওগো রবে মম
জনম কোটী কোটী।
এই আধা-ভাঙ্গা কাশ-বনে,
এই ঊষা-রাঙ্গা-গগনে,
এই বিশ্ব-মাধুরী-মাঝে
তুমি যে উঠিলে ফুটি! *

৯ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩১৭ সন

---

* সুর, "আর ত যাবনা লো সই—" ইত্যাদি।

বিরাগ

১

আজি ভেঙ্গে গেছে ভুল মোহ-তরু-মূল
নিঃশেষে গেছে উঠে ;
আজি বাঁধন বিহীন বাতাসের ভরে
চলেছি কোথায় ছুটে !

কামনা-মন্ত্রে ঝঙ্কৃত তনু
মোহন আঁচলে ঢেকে,
সমুখে, পিছনে, পথের দুধারে,
প্রাণের ভাষাতে ডেকে
কিসের লাগিয়া কা'রা ফিরে ঐ
রোধিয়া রোধিয়া পথ ;
থমকি দাড়া'য়ে কভু চেয়ে রই
ক্রীড়া-পুত্তলিবৎ।
অশ্রু-করুণ কামনা তাদের
নাহি পায় মোর সাড়া,
কি যেন কি মোর নিতে চায়, আর
দিতে চায় মোরে তা'রা।

অতীতের কথা পরাণের মাঝে
জাগিয়া উঠিতে চাহে ;—
আত্মা আমার দহে যায় হায়!
গোপন মরম-দাহে।
তখন, বিদ্যা বিবেক মাতাপিতা মোর
সমুখে দাঁড়ায় দোহে,—
বলে, কি ভয় বাছনি, ভেঙ্গে গেছে ভুল
গ্রাসিবেনা আর মোহে।
চেয়ে দেখি তা'রা কেহ কোথা নাই,
পথ অবারিত মোর,—
খসিয়া পড়েছে চরণে জড়িত
প্রেমের বাঁধন-ডোর ; —
রুদ্ধ করিয়া নিশ্বাস মোর,
উর্দ্ধে চাহিয়া ছুটি,
তনু-মন-প্রাণ অনন্তে সপি'
আকাশে বাতাসে লুটি।

২

চেয়ে দেখি হোথা উদাস নয়নে
জড় পৃথিবীর গায়
সন্ধ্যা ঊষার সিঁদুর বিন্দু
ঝরে সুধা-রাঙিমায়;
তরলিত হিম আনন্দ রাশি
বহে যায় কল কলে,
মুক্ত বাতাসে তরঙ্গ তুলে
আকুল তটিনী জলে।
এ-পারে সে-পারে বিরাজিতা শত
পল্লী-বনানি-রাজি।
টানে প্রাণে ধরে, ডাকে দিবানিশি
নব নব বেশে সাজি।
ছোট ছোট তা'র শতেক আভান
বিহঙ্গ হ'য়ে হায়!
প্রভাতে এ-পারে আসে ছুটে ছুটে
দিনান্তে ফিরে যায়!
খেয়ার তরণী শত বার ক'রে
আসে যায় ফিরে ফিরে,—
প্রতি বার মোরে নিয়ে যেতে চায়,
দিয়ে যেতে চায় তীরে।

৩

বর্ষার জলে পল্লীর খালে
শত দিকে শত তরী,—
ছুটে নারী নর ছায়া সুশীতল
আঁকা বাঁকা পথ ধরি'।
জলে ভরা মাঠে সবুজ ধান্যে
সুধা-তরঙ্গ উঠে ;
পরিধান বাসে পাল তুলি' দিয়ে
কত তরী যায় ছুটে।
নীরবে নীরবে চ'লে যায় তা'রা
শত অভিমান ভরে,
মনে মনে তা'রা নিয়ে যেতে চায়
আমারে সবার ঘরে।
কোথায় বংশবনের কিনারে
বর্ষা-পুকুর-কোণে,
শিথিল বসনে কে থাকে দাঁড়ায়ে
কাহারে ভাবিয়া মনে ;
কোথায় খালের ঘাটেতে কিশোরী মেয়েরা
সিনান করিতে বসে,—
যৌবন চাহে ফুটায়ে তুলিতে
সাবান অঙ্গে ঘ'সে।

কোথায় গভীর প্রণয়ে, গভীর স্নেহেতে
যুবতী প্রৌঢ়া নারী
অবসর মত নীরবে বসেছে
বিষয় কর্ম্ম ছাড়ি’ ;
জড়ায়ে ধরিতে চাহিছে তাহার
প্রবাসী প্রিয়ের পদ,
চুমিতে চাহিছে শ্রীকরে তাঁহার
আহ্লাদে গদ গদ।

কোথা রন্ধনশালে রাঁধিতে বসিয়া
দেখিতেছে কেহ চেয়ে,
বর্ষা-পুকুর হাসিছে কেমন
সন্ধ্যা-আলোক পেয়ে !
কিবা কলরবে বাঁশের বাগানে
ফিরিছে বিহগ দল,
বায়সে, শালিকে, বকে ও ডাহুকে
করে কিবা কোলাহল !
কোথায় মেয়েরা যতনে গাভীরে
সান্ধ্য আহার দিয়ে,
এ-ঘরে সে-ঘরে কোথা মন্দিরে,
ছুটিছে আলোক নিয়ে।

কেহ ব'সে কা'রো বেণী বেঁধে দেয়
প্রেম-প্রসঙ্গ কহে,—
কেহ হাসে, কেহ সরম প্রকাশে,
বিরহেতে কেহ দহে ;
এই মত মনে ভুল ক'রে শত
জাগে অতীতের কথা,—
চলে যেতে চায় হেথা সেথা মন
ছুটে ছুটে যথা তথা
"সবি ভুল—ভুল—মিথ্যা সকলি— !!
সবি মায়া ধরাতলে !—
আর কেন মোরে ছলিস্ জননী !"
কেঁদে ফেলি এই ব'লে।

তখন, বিদ্যা বিবেক মাতা পিতা মোর
হেসে ছুটে আসে দোহে ;—
বলে, কি ভয় বাছনি, ভেঙ্গে গেছে ভুল,
গ্রাসিবেনা আর মোহে।
অমনি সকল কল্পনানল
নিভে যায় একেবারে ; —
সমুখ চাহিয়ে ছুটে যাই পথ,
কে আর ফিরাতে পারে!

৪

সহসা কি দেখি, চন্দ্র আলোকে
উদ্ভাসিত এ ধরা,—
কুড়াইতে চাই, যে দিকে যা' পাই,
সুধার জোছনা-ঝরা!
চেয়ে দেখি নভে, ভেসে যায় সবে
অভ্র-ভেলার 'পরে
কা'র কথা যেন মনে জেগে উঠে
প্রাণ কাঁদে কা'র তরে।
অমনি করিয়া দুজনাতে মিলি'
আকাশে ভাসিতে চাই,—
কত সুখ, যদি অমনি দুজনে
কূল-হারা হয়ে যাই!
এমন জ্যোৎস্না; এমন পৃথিবী!
এমন মধুর বায়ু!
মিটাইব সাধ, পাই যদি দোহে
শত যুগ পরমায়ু!
রচিব অশেষ কাব্য কবিতা,
সবি তা' বিলাবো ভবে;
তাই পিয়ে শুধু যুগে যুগে আহা!
সকলে বাঁচিয়া রবে।

৫

চেয়ে দেখি দূরে ধেয়ে আসে রোগ
মৃত্যু পিছনে তার !
বিকট বদনে নরক-অগ্নি
জ্বলিতেছে অনিবার ।
রক্ত মাংস গ্রাসিয়া গ্রাসিয়া
ছুটে তা'রা চারিভিতে,
নগর সাগর নদী গিরি বন
যাহা কিছু পৃথিবীতে,
আজি কিবা কালি সে অনলে জ্বলি'
সবি হয়ে যায় ছাই !!
"জননি—জননি ! কি করি উপায়—
বল বল কোথা যাই !
মিথ্যা প্রণয়—সকলি মিথ্যা—
সকলি মিথ্যা মাগো !
নিত্য-সত্য-পরমা জননি !
প্রাণের মাঝারে জাগো ।"

তখন, বিদ্যা বিবেক মাতা পিতা মোর
হেসে জেগে উঠে দোহে,—
বলে. কি ভয় বাছনি, ভেঙ্গে গেছে ভুল,
গ্রাসিবেনা আর মোহে।

আজি ভেঙ্গে গেছে ভুল মোহ-তরু-মূল
নিঃশেষে গেছে উঠে ;—
আমি বাঁধন-বিহীন বাতাসের ভরে
চলেছি কোথায় ছুটে !

১৫ই আষাঢ়, ১৩২০।
রাত্রি ১টা।

জ্যোৎস্না (২)

সারা নিশি
জাগ্‌বো নাকি !

একটু খানি অন্য ভাবে
ঘুম গেলে যে রাত পোহাবে !—
কখন যাবে প্রভাত হ'য়ে,—
জ্যোৎস্না মোরে দেবে ফাঁকি !

ভুবন-ভরা জ্যোৎস্না খানি,
কেমন ক'রে ধরে আনি,
কেমন ক'রে চির তরে,
প্রাণের মাঝে ভ'রে রাখি !

বনে, মাঠে, জলে জলে,
সুধা-ঝরা-মুক্তা ফলে,—
প্রাণের মাঝে সুধা ঝরে,
চাই যেদিকে, চেয়েই থাকি !

প্রাণের যত তপ্ত আশা,—
ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা,
সব কামনা পূর্ণ আজি ;—
শীতল আজি অঙ্গ, আঁখি !

কিসের লাগি নিদ্রা যাওয়া?
ঐ যে বহে জ্যোৎস্না হাওয়া,—
মর্ত্ত্য জীবের স্বর্গ ইহা,
স্বর্গ পে'তে আর কি বাকি?

স্বর্গ-সুধা, মুক্তি-পরশ—
আজ পরাণে পরম হরষ,—
সুধা-ছানা ধূলো মাটি
আজ্‌কে রাতে অঙ্গে মাখি!

চাই যাঁহারে জনম ভরে,
জাগ্‌লো সে আজ চরাচরে!
মনরে আমার! পরাণ ভ'রে
আয়রে তাঁ'রে বেড়াই ডাকি।

মাঠে, ঘাটে, বাঁশ-বাগানে,
নদীর পারে,—সকল খানে—
—বাঞ্ছিতা উৎসবময়ী—
বেড়াই তাঁহার মূর্ত্তি আঁকি।

৬ই বৈশাখ; ১৩২০।
রাত্রি ১২টা।

—— o ——

মলয়ে

মধুর মদিরাময় মৃদুল মলয় বায়
উলসি' অলস হিয়া এইরে বহিয়া যায়!
তরুণ যৌবন-তনু যেন অণু অণু হ'য়ে
উড়িয়া যাইছে ক্রমে অলস চেতনা ল'য়ে।
ঢলিয়া পড়িছে কায় শীতল শ্যামল মাঠে;
রাঙ্গা রবি বসেছেন কালো অস্তগিরি পাটে।
হরষ-আবেশে আমি আঁখি মুদে গান গাই,
অমিয়া পরশে আজি আমি যেন আমি নাই।
এ'খানি পাগল মেঘে উঠিয়া ধরণী হ'তে
প্রতিকূল বায়ু ঠেলি ছুটেছি বিমান পথে।
কত বন, উপবন, গাভী চড়া কত মাঠ,
কত নদী, কত গিরি, রূপে আলো কত ঘাট,
'গোলা-বাড়ী,' 'ছাড়া-বাড়ী,' সরসী আরশী-পারা,
নিরখিয়া চলিয়াছি স্বপনে আপনা-হারা।
কোথা কোন বিরহিনী এলাইয়া কেশপাশ
মুকুলিত আম্রবনে ত্যজিছে দীরঘ শ্বাস।
কেহ বা লেখনী করে খিড়কী আঁড়ালে বসি'
ভাবিছে কি আনমনে—বসন পড়িছে খসি'।

কেহ যুবা হতভাগা কোথা পুকুরের পার
খুলেছে আমারি মত পোড়া হৃদয়ের দ্বার ;—
শীতল মলয়ে তার হৃদয়-নিলয় হায় ;
কোটী জনমের পরে যদিবা জুড়ায়ে যায়,
ছেলে দল, যুবা দল, কোথা খেলে 'দ্বার-বাঁধা' ;
বৃদ্ধ বসে ; ছেলে মেয়ে কোলে বোলে আধা আধা।
ধরাময় ছুটাছুটি পিকের কুহুকুতান,—
স্বরগে কুমারী-কণ্ঠে প্রতিধ্বনি গাহে গান।
আঁধার আসিছে ঘিরে হায়! একি পরমাদ!
ওকি ও! প্রাচীতে ঐ উঠে পূরণিমা চাঁদ!
কি এক স্বপন-আলো ছড়াইবে সুশীতল,
গোলাপী নেশায় যেন ঢুলিবে এ ধরাতল!
তবে রে মলয়, বলি আরো কিছু বেগে ধাও,
ঐ রে চাঁদের দেশে আমারে উড়িয়ে দাও ;
আমারে বহিয়া ছুটো স্বরগে স্বরগে তুমি,—
তোমাতে মিলাব ক্রমে তোমাতে রহিব ঘুমি'।

১৩ই ফাল্গুন ; ১৩১৬।
রাত্রি ১১টা।

———o———

দুর্গোৎসব

জগতের মা আমার ঘরে
সত্যি আজি আস্‌বে কিরে ?
কিম্বা ওরা ছল্‌ করে তা'
কানের কাছে গেয়ে ফিরে ?

কিসের সুদূর নুপূর ধ্বনি
বাজ্‌ছে সদা সমীরণে ?
পাখীর গানে আগমনী
গায় কাহারে দেবগণে ?
দীপ্ত দিনে অভ্র-নিশান,—
নৃত্য করে শুভ্র ঈশান ;
সন্ধ্যা ঊষার রক্ত-রাগে
কাহার পাশে ব্রহ্মা জাগে ?
নৈশ নভ-নীলের মাঝে
গ্রহ তারার রত্ন-সাজে

দাঁড়ায় আসি বিষ্ণু আদি
কোন্ রাণীরে ঘিরে ঘিরে ?
জগতের মা আমার ঘরে
সত্যি আজি আস্‌বে কিরে ? ১

পাতায় পাতায় বনে বনে
বন-কুসুমে ফুটায় অলি!
ভরা জলে মাঠে, বিলে
ফুট্‌ছে কুমুদ-কমল-কলি!

গন্ধে, রূপে শিউলি ফুলে
স্বর্গ-দুয়ার যাচ্ছে খুলে!
চতুর্দ্দিকে কে জাগা'লো
নবীন কোনো গুপ্ত আলো?—

হাসির উষা প্রাণে প্রাণে
ফুটা'লো আজ্ দিব্য গানে?
ফুট্‌ছে শারদ সুধা পিয়ে
সবার হিয়া ধীরে ধীরে!

জগতের মা আমার ঘরে
সত্যি আজি আস্‌বে কিরে? ২

সকল কাজে সবার পরাণ
থেকে থেকে উঠ্‌ছে মাতি’!
মুক্তা-গড়া-ছায়া-পথে
জ্বল্‌ছে মরি লক্ষ বাতি!
ঐ পথে মা আস্‌বে নাকি,—
আয়রে সবে চেয়ে থাকি ;—
আয়রে ডাকি মা মা ব’লে
শিশুর মতন অশ্রু-জলে ;
জগত জুড়ে বাদ্য বাজুক্‌ ;—
সকল মেয়ে সাজুক্‌—সাজুক্‌
আম্‌রা সবে নৃত্য করি
পূজ্‌ব ব’লে জননীরে!
জগতের মা আমার ঘরে
সত্যি আজি আস্‌বে কিরে ? ৩

আয়রে কে কে পাগল হ'বি
মায়ের পূজা-মহোৎসবে!
আয়রে ল'য়ে ফুলের সাজি,—
নৌকা লয়ে আয়রে সবে

সকল গ্রামের সকল বাগান
লুটবি আজি মত্ত পরাণ;
সকল বনের, আসবি লুটে,
সকল কুসুম সবাই জুটে।
ভোর না হতে উঠিস্ জেগে
বাহিস্ তরী মত্ত বেগে;

পুষ্পিত সে কাশের বনে
ছুটিস্ সবে তীরে তীরে।
জগতের মা আমার ঘরে
সত্যি আজি আসবে কিরে? ৪

আকাশ ছেপে ফুট্‌ছে আজি
আনন্দেরি শুভ্র আলো
যে'দিক পানে চেয়ে দেখি,
প্রাণে সবি লাগ্‌ছে ভালো।
পল্লী হ'তে থেকে থেকে
কে যে আমায় বেড়ায় ডেকে।
আকাশ বাতাস সলিল হ'তে
আত্মা আজি সকল মতে
স্পর্শে, রূপে, গন্ধে, গানে
পাগল হয়ে এলো প্রাণে।
ত্রিভুবনের প্রতি রেণু
উঠ্‌ছে জেগে ধীরে ধীরে!
জগতের মা আমার ঘরে
সত্যি আজি আস্‌বে কিরে? ৫

অয়ি ধরণি! বুকের মাঝে
রাখিস্ চেপে যত গন্ধ,
সকল দিকের মুক্ত বায়ে
দিস্ খু'লে তোর সে আনন্দ।
মায়ের যত মেয়ে ছেলে
আয়না সকল খেলা ফেলে
ঘিরে মায়ের চারি ধারে
পাগল ক'রে তুল্‌বি তাঁ'রে
দৈন্য জ্বালা ভুল্‌বি যত,—
প্রবাস থেকে পাখীর মত
আয়রে উড়ে নীড়ে নীড়ে;
জগতের মা আমার ঘরে
সত্যি আজি আস্‌বে কিরে? ৬

প্রকাশিতা

বসন্তেরি রাঙ্গা সুপ্রভাতে
চরাচরে উঠ্‌লে তুমি ফুটি!
পঞ্চ ভূতে তোমার পেয়ে সাড়া
ঘরের বাহির হ'লেম আমি ছুটি।
পল্লি! ওগো আনন্দেরি খনি!
চিন্তা আমার! আমার নয়ন-মনি!
আজ্‌কে শীতের রাত্রি অবসানে
পেলাম তোমায় তোমার ডাকে উঠি!
স্পর্শে, রূপে, গন্ধে, গানে, রসে,
চরাচরে উঠ্‌লে তুমি ফুটি! ১

বৃক্ষ লতার প্রতি পাতে পাতে,
সঞ্জীবিয়া, ছাপিয়া দিক্ দশ,
ঘাসের বনে, সকল ঝোপে ঝাড়ে,
তোমার বুকের স্নেহ—তোমার রস,
স্বচ্ছ শীতল শিশির কণার মাঝে
উঠ্‌ছে ছুটে সকাল এবং সাঁঝে;—
বিশ্ব জু'ড়ে পড়্‌ছে ঝরি ঝরি
দ্রবীভূত শান্তি ও হরষ।
নিখিল রসে উঠ্‌লে তুমি ফুটি
সঞ্জীবিয়া ছাপিয়া দিক্ দশ! ২

গাবের বনে কচি কচি পাতা
কি রাঙ্গিমা ফোটে কূলে কূলে !
মাঠে মাঠে শিমুল গাছে গাছে !
কি এ শোভা রাঙ্গা রাঙ্গা ফুলে !
পল্লি ! চিরযৌবনেরি তব
লাবণ্যেতে সৃষ্টি আজি নব
আঁখি আমার মূর্চ্ছা গেছে তব
অনন্ত এ সৌন্দর্য্যেরি কূলে !
আজ্ দাঁড়া'লে আমার পাশে আসি'
বিশ্ব-মাঝে হাসির লহর তুলে ! ৩

জন্থ্রারি পুষ্পের সৌরভে
কূলে কূলে পূর্ণ আজি পাড়া ;
মাঠের ঘাটে 'সন্ধ্যা' করে ছেলে
শর্ষে ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা ;
নন্দদুলাল ফুলের বাগান দিয়ে
বধূ চলে সাঁঝের আলো নিয়ে ;
মুকুলিত আম্র-বন-বাটে
কল্সী কাঁকে চলে আসে কা'রা ;—
কি আনন্দে গন্ধে আজি তুমি
অয়ি জননি ! আমায় দিলে সাড়া ! ৪

রাখালেরা গোধন ল'য়ে চলে
আপন মনে করুণ-গীতি গেয়ে,
বিজনেতে গাইছে কেহ যুবা'—
উদাস সুরে শূন্য পানে চেয়ে;
কোকিল পাখী বিরহেরি সুরে
ফুকারিছে সারা পল্লী জু'ড়ে;
ঠাকুর বাড়ী শঙ্খ, কাঁসর বাজে;—
ঝিল্লি-রবে পল্লী ফেলে ছেয়ে!
কি জানি কি হলেম আমি অয়ি!
গানের মাঝে আজি তোমায় পেয়ে! ৫

আত্মা তব মুক্ত হয়ে আজি
মলয় হাওয়া দিচ্ছে দশ দিকে!
শিথিল ক'রে দিচ্ছে যেন ক্রমে
জড় জীবের মর্ত্ত্য-বাঁধনটীকে!
আজ্‌কে তোমার স্নেহ-পরশ-খানি
সবার মাঝে স্বর্গ দিছে আনি';
প্রাণের বাহু ছিচ্ছে সবে মেলে,—
আলিঙ্গন করবে পৃথিবীকে!
আত্মা তব পরশ হ'য়ে আজি
মলয় হাওয়া দিচ্ছে দিকে দিকে! ৬

আজ্‌কে আমার চিন্তা ও কল্পনা
তোমার মাঝে হচ্ছে গো মা, লয়!
তোমার পায়ে যাচ্ছে মিশে দেহ—
অস্থি-মজ্জা-মাংস সমুদয়!
ইঙ্গিতে মা, একটু দেখা দিলে,—
তাইতে আমার সকল হ'রে নিলে;—
এবার আমি মর্‌তে চাহি সুখে
তোমায় ভেবে তোমার গেয়ে জয়!
আজ্‌কে আমার চিন্তা ও কল্পনা
তোমার মাঝে হচ্ছে গিয়ে লয়!

২২শে ফাল্গুন; ১৩১৭।
রাত্রি ১২ টা।

পথে দু'ভাই

সড়কটি সে কোথাও সহজ,
কোথাও ঘোরাফেরা,
সেথায় ছিল একটী ধারে
সজ্‌নে গাছের বেড়া।
একটী পল্লী-প্রান্ত লয়ে
পথটি ছিল বাঁকা হয়ে ;—
প্রশস্ত সে, শীতল তৃণ—
শ্যামল-মাঠে-গড়া।
করতে ছিল নৃত্য সেথা
শান্ত শিশু-ভেড়া। ১

উচ্চ সে পথ পাহাড় পারা
নিয়ে বিশাল বিল ;
উড়্‌তে ছিল মৎস্যলোভী
কয়টি আকুল চিল।
পদ্ম-পাতার থালায় আনি
তরলিত মুক্তা-খানি
কে সাজালো লক্ষ ভাগে ?—
কর্‌ছে ঝিলিমিল্ !
মন্দানিলে পদ্ম দোলে,
উজ্জ্বল সলিল ! ২

শ্রান্ত রবি ফেরার পথে
হাস্‌ছে মৃদু হাস ;—
পল্লীরাণী এলায়েছে
আপন কেশ পাশ.—
বিলের গায়ে কালো ছায়া
সৃজিয়াছে স্বপ্ন মায়া ;
দু'ভাই মোরা বসে সেথা,
আসন পথের ঘাস ;
বইছে তাপ-তৃষ্ণা-হরা
নির্ম্মল বাতাস। ৩

বহু পথটা হেটে এলাম
মধ্যাহ্ন তপনে.—
মেলে দিলাম তনু আমার
শীতল ঘাসের বনে ;
দাদা বলে "শুইলি যে রে.
ছুট্‌তে আরো হবে তেড়ে
অম্‌নি কত দীর্ঘ পথএ
পর্‌ছে নাকি মনে ?"
উত্তরিনু,—"হেথায় এসো
ঘুমুই দু'জনে।" ৪

দাদা বলে, "এমন পাগল
কোথাও নাকি আছে!
দেখ্‌না চেয়ে সন্ধ্যা যে রে
ঘনিয়ে এলো কাছে!"
আমি বলি, "তাই কি দাদা?
কেমন শীতল, উজ্জ্বল, শাদা,
চাঁদের আলো স্বপ্নাবেশে
হাস্‌বে গাছে গাছে!
দুটি ভাইয়ে চলবো মোরা
ডুবি জ্যোৎস্না মাঝে!" ৫

দাদা আমার দুটি করে
ধরিয়ে তখন,—
আহা! স্নেহ-অবশ-করে
করলে আকর্ষণ;—
দাদা বলে, "পারি না যে!"
আমি বলি, "নাহি সাজে!"
তখন আমি দাঁড়াই' উঠে
ত্যজিয়ে শয়ন—
মায়ের কথা ভেবে ভেবে
চলিনু দু'জন। ৬

পথের ধারে যোজন ব্যাপী
বাঁশ বাগানের ছায়
আঁকা বাঁকা পল্লীর পথ
শুভ্র দেখা যায়;—
কৈশোরেরি বাঁধন টুটি'
চলছে ধীরে মেয়ে দু'টি
আমি ভাবি, ওরা কেন
এই দিকে না চায়;
ছায়ায় মিশে যাচ্ছে ওরা
দু'টি আলোর প্রায়। ৭

আমি ভাবি, ওরা আমার
পর হবেনা কেহ—
কতই যেন ভালবাসি!
কতই করি স্নেহ!
কোন্ জনমের স্বপ্ন কথা
মনে তখন জাগ্‌লো সেথা;—
মন যেতে চায় ঐ পথেরে
যেথায় ওদের গেহ।
আজ্‌কে সকল মধুর স্মৃতি
জাগ্‌ছে অহরহ।

২৮শে মাঘ; ১৩১৬।
সন্ধ্যা।

শৈশবে

আমি ছিনু দাঁড়াইয়া একেলা বালক;
পিছনে ধানের মাঠে, হতেছে স্মরণ,
খেলিছিল লক্ষ বক শুভ্র পালক।
এলাইয়া পড়েছিল সন্ধ্যার কিরণ
পল্লীটির গায়ে গায়ে; কোনো প্রান্তভাগে,
সেথা ছিল স্বপ্নময় আমের বাগান,
সেথা ছিল বন-বালা নব অনুরাগে,
সেথা ছিল বিহঙ্গের উৎসবের গান।
প্রাঙ্গণে বাজিতেছিল চঞ্চল শিঞ্জিনী,
কুটীরে বাজিতেছিল দু'খানি কাঁকন,
আমার মায়েরে মনে পড়িল অমনি;
মন্দিরে কাঁসর, শাঁখ বাজিল তখন।

*   *   *

শৈশবে দেখেছি কোথা স্বপ্নময় গ্রাম,
আজো তারে খুঁজি আমি—নাহি জানি নাম।

১লা মাঘ, ১৩১৬।
দিবা ৪'টা।

প্রবাসী

ওগো, ও প্রবাস! দুয়ারেতে তোর
অতিথ্ এসেছে এক;
তোর ব্যস্ত আঁখির ত্রস্ত নিমেষে
বারেক চাহিয়া দেখ্।
সুস্থ যাহারা আছিল খেলায়
হস্ত পসারি' বেলায় বেলায়
মস্ত তোমার উৎসব পুরে
ডাকিয়া নিয়েছ গো,
স্তন্য দিয়েছ গো,
আমি দুস্তর নদী সাঁতারি এসেছি,
সমস্ত দিন অসুস্থ আছি,
অস্ত যাইছে তপন আমার
চেয়ে আছি অনিমেখ্!
ওগো, বারেক চাহিয়া দেখ্। ১

আমি আপনি বুঝিনা কেন যে তোমারে
চিরকাল করি ভয়,
হেথাও আছে ত সুনীল আকাশ
হেথাও বাতাস বয়।
হেথা ধায় নদী নয়ন নোয়ায়ে
গান গেয়ে তব চরণ ধোয়ায়ে;
হেথা হাসে ফুল কামিনী, বকুল,
শেফালি, করবী গো,
হাসে শশী রবি গো,
হেথা সঙ্গিনী সনে আঙ্গিনা মাঝ
রঙ্গ করে ত কিশোরী সমাজ;
ভাঙ্গাহৃদয় রাঙ্গা যুবতী
কারো আশে চেয়ে রয়।
ওগো, হেথাও বাতাস বয়। ২

প্রবাস! তোমার সন্তান যা'রা
আমি কি কাহারো নই?
নাম ধরে মোরে আদরে ডাকিবে,
হেথায় সেজন কই?
বিগত জনমে এক পাড়াগাঁয়ে
পরাণে পরাণে প্রণয় জাগায়ে
অভিন্ন হৃদে ছিলাম যাহারা
তাহাদেরি কত জন
হেথা করে বিচরণ;—
ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে কেহ বা তাকায়,
হন্ হন্ ক'রে কেহ চ'লে যায়,
অন্তর হ'তে কেহ ডেকে বলে,
"চিনি গো সে-ই যে ঐ।"
ওগো, আমি কি কাহারো নই? ৩

আমি জানিয়াছি মনে, পথে ঘাটে, কোণে
কানাকানি যা'রা করে,
হৃদয় গলিয়া আপন বলিয়া
সবারে লয়েছে ব'রে ;
মন লেগে আছে তাহাদের পাছে,
মিশে যেতে চায় তাহাদের মাঝে,
ওরা চলে যায় আপন পুরীতে,
দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকি,
সজল নয়নে ডাকি,—
বাহিরে কেহই আসে না তখন,
কোথা বেজে উঠে নূপুর কাঁকন !
ওদের আলয় উৎসবময়
আমার নয়ন ঝরে !
আমি, সবারে লয়েছি বরে। ৪

ওগো, ও দয়াল ! বল কত কাল

মোর সনে তোর 'আড়ি' ?

আমারো আছে ত মা ভাই ভগিনী

আমারো আছে ত বাড়ী ;

চিরদিন লাগি' হেথা আসি নাই,

কাজ সারা হ'লে দেশে চলে যাই,

তোর যা'রা হয় আপন তনয়,

ভাই বলি' বোন্ বলি,

করিব মা, গলাগলি ;

তোমার মাঝারে টেনে লয়ে যাও ;

বীণাতে তোমার ঝঙ্কার দাও ;

বিমাতার কোলে একটুকু ঠাঁই

আমিও ত পেতে পারি।

অঞ্চলে তব এসো মা আমার

মুছাবে নয়ন-বারি। ৫

৩রা শ্রাবণ ; ১৩১৭।

দিবা ১০টা।

———•———

প্রেম

ওগো, এ আমার হ'ল কি !
সবারি বিরহে নয়নে আমার
অশ্রু উছলে ঝলকি !
সবাইকে আমি ভালবাসি কিরে ?
যা'রে দেখি, তারে দেখি ফিরে ফিরে !
সকলি আমার—আমি সকলের,
দেখ্, কেউ বাকি র'ল কি ?
ওগো, এ আমার হ'ল কি !

আমি কাহারে ভুলিব কি ছলে ?
আনন্দময় কি মহা চেতনা
অনন্ত মাঝে উছলে !
জড় আর জীব ধরিত্রী তলে,
জ্যোতিষ্ক যত নভোমণ্ডলে,
সস্নেহ ঠাঁই পেয়েছে সবাই
কাঁ'র শ্যামল, সুনীল আঁচলে।
আমি কাহারে ভুলিব কি ছলে ?

ওরে, মনে জাগে মোর সে কথা,—
সৃষ্টি জুড়িয়া অসীম মিলন,
কি এক নিগূঢ় একতা,—
তাই ভেবে মোর পরাণ ব্যাকুল,
সুধু ভালবাসা, নাহি পায় কূল!
যারে দেখি আমি, তারি সাথে যাই'
বলিবারে চাই দু'কথা।
ওরে, মনে জাগে মোর সে কথা।

আজি নাহি মোর কোনো ভাবনা—
কেহ ভাল মোরে বাসে, কি না বাসে
কা'রে পা'ব কা'রে পাব না;
সবাই যাঁহার বুকের মাণিক
তাঁরি মুখ পানে চাহিলে ক্ষণিক
সবারি লাগিয়া উলসে পরাণ;—
বিচ্ছেদে আমি রবনা।
আর, নাহি মোর কোনো ভাবনা।

৩০শে বৈশাখ; ১৩১৮।
দিবা ৯ টা।

———()০:০()———

প্রবাস-যাত্রা

যাত্রার বেলা হ'য়ে এলো রাণী,
　　এখনো বল্,
কোন্ দেশে মোরে লয়ে চলেছিস্
　　করিয়ে ছল।
সেথায় আছে কি ভগিনী আমার?
মা, ভাই সেথায় পাবো পরিবার?
স্নেহ করিবার আছে কি সেথায়
　　আপন জন?
মনের মানুষ আছে কি সেথায়,
হাসিবে সুখেতে কাঁদিবে ব্যথায়,
কাছে কাছে থাকি জুড়াইয়া দিবে
　　পরাণ মন?
আমি, স্বজন বিহীন প্রবাসে যাবো না
　　করেছি পণ।

সেথা নিজ মনে গাহে নিশিরাতে
ডাহুক পাখী ?
ছেলে মেয়েগুলি কেঁদে উঠে তাঁর,
স্বপন দেখি ?
কাঁদেনা কোড়ালী 'অহো—অহোরে' ?
'হারিয়ে-খোকা'রা * প্রহরে প্রহরে
'পুত্' 'পুত' বলি উঠে না বিলাপি'
নলের বনে ?
পুকুরের কোণে আন্ধারে মিশি
জোনাক্ সেথায় জ্বলে সারা নিশি ?
বাদলের রাতে ভেকেরা গাহে কি
আপন মনে ?
বল বল, রাণী, নহিলে যাবোনা
তোমার সনে।

* পল্লীমেয়েরা রহস্য করিয়া এই পাখীর একটা ইতিহাস বলিয়া থাকেন ; তাহার মর্ম্ম এই :—পূর্ব্বজন্মে এই পাখী মানুষ ছিল—পুত্রশোকে পাগল হইয়া ঘরের বাহির হ'ল। পুত্র পুত্র বলিয়াই তাহার মৃত্যু হয়। তারপরে পাখীজন্ম লাভ করিয়াও তাহার নিস্তার নাই—পুত্ পুত্ (পুত্র পুত্র) বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয় !

নাচে শত বক, শুভ্র-পালক,

ধানের ক্ষেতে ?

উড়ে ঝোপে ঝাড়ে টুনটুনি পাখী

পুলকে মেতে ?

নূতন পুকুরে উষা-সাঁঝ-বেলা

কাশ-বন-মাঝে ঘাটেতে একেলা

কিশোরী কিম্বা রাঙ্গা যুবতী

কলসী ভরে ?

সেথা ভোরে কেহ আঙিনা 'ঝাটায়' ?

সারা বাড়ীময় গোময় ছিটায় ?

সাঁঝের বেলায় বাতি ল'য়ে যায়

ঠাকুর ঘরে ?

আমি যাবোনা প্রবাসে, মূক হয়ে হেথা

থাকিব পড়ে।

রাণী, ওগো রাণী, কথা যে বলনা ?
বেলা ত যায় !
সেথা অভাগার না যেয়ে কিছুই
নাহি উপায় ?
তবে, আছে সেথা বিজন কুটীর
উৎসবময় চরণ দুটির
সেবার আসন আছে কি সেথায়
অচঞ্চল ?
সেথায় আমার মানস-সরসে
কবিতা-কমল ফুটিবে হরষে ?
বঙ্গের লাগি' ঝরিবে সেথায়
নয়ন-জল ?
বিষয়-চিন্তা দহিবে না সেথা
মরম-তল ?

আছে কি সেথায় বন-বালা-আলা
বিজন বাট ?
আছে কি সেথায় নদীর কূলেতে
রূপের হাট ?
সেথায় আছে কি বন্য-বীথিকা ?—
চলে শিশুকোলে পল্লী-পথিকা ?
শৃগাল, সজারু শু'য়ে রয় সেথা
স্বজন সনে ?
'গল্লা বেতে' সে আঁকায় বাঁকায়
রক্তকুঁজেরা থোকায় থোকায়
ফুটে থাকে, আর ঝ'রে পরে কচি
'ছনের' বনে ?
আমি হেথায় সেথায় ঘু'রে বেড়াবো যে
বিষাদ মনে।

মিলিবে সেথায় বন্ধু নিত্য
নূতন ক'রে ?
সবাই আমারে টানিয়া লইবে
আপন ঘরে ?
পথে ঘাটে ভ্রাতা, বন্ধু ও পিতা
ঘরে ঘরে মাতা—সাবিত্রী, সীতা,
দ্বারে দ্বারে যত ভদ্রা ভগিনী
আমারে চেয়ে ?
কোণে ব'সে কেহ সদা আনমনা,
করিবে আমারি কুশল কামনা ?
মাগো, সেই দেশে ল'য়ে চল মোরে
তরণী বেয়ে।
আমি সাধিব সাধনা সে মহাপ্রেমের
শকতি পেয়ে।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭,
রাত্রি ১টা।

ধরিত্রী ও ষড়ঋতু

তীব্র তপনের চুল্লী গগনেতে প্রজ্জ্বলিত করি'
মধ্যাহ্ণে রন্ধন-রতা স্নেহময়ী জননীর মত
প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মাঝে হে ধরিত্রী! তুমি উঠি পরি'
কি করেছ রান্না মাতা, সন্তানের তরে অবিরত!
অবোধ সন্তান তব জীবকুল ক্ষুধায় তৃষায়
করিয়াছে হাহাকার; চাহ নাই কারো মুখ পানে,—
অঞ্চল ধরিয়ে তব বনানীর ছায়ায় ছায়ায়
নর নারী পশু পাখী চেয়েছিল তীব্র অভিমানে। ১

তারপরে নিজ মনে করি নিজ কর্ম্ম সমাধান
রন্ধন-অনল-জ্বালে শীর্ণ করি' সুকোমল কায়
ঋতু পরিবর্ত্তনের কোন্ মন্ত্রে করিয়ে আহ্বান
ডাকিয়ে এনেছ তুমি দ্রবময়ী শীতল বর্ষায়।
বর্ষা-জলে সন্তানেরে মহা যত্নে স্নান করাইয়ে,
আপনি নোয়ায়ে শির বৃষ্টি-ধারা লইয়াছ মাথে,—
নদ নদী জলাশয়ে, খালে, বিলে ডুব দিয়ে দিয়ে
সকলের মুখে চেয়ে শরতে মা, স্নেহ-আঁখি-পাতে! ২

হাসিলে কি মায়া হাসি,—ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলো জীব ;
কাঁদিলে কি মহাপ্রেমে ঢালি' অশ্রু ভাদরের জলে ;—
শেফালি-তারকা-রাশি বরষিল আনন্দে ত্রিদিব,
পূজিল তোমারে দেবী ! বনদেবী আকাশের তলে—
কত ফুলে, কত গন্ধে—কত করি মলয় বীজন ;
বিহগেরা নিশি দিন গাহিল মা, তোমারে দেখিয়া,
নর নারী লক্ষ মতে মা মা বলি ডাকি অনুক্ষণ
পূজিল মা' দিল বলি, অঞ্জলিতে প্রাণ-মন দিয়া। ৩

সারাখানি প্রাণ জ্বেলে করিল মা আরতি তোমার ;
ধন, জন, বিদ্যা, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, শান্তি, অন্ন, জল আদি
বর মেগে—ভিক্ষামেগে ঝড়িল মা দুঃখ-অশ্রু-ধার ;—
অবসন্ন হ'য়ে সবে পরিল মা তোমা' সাধি' সাধি'
তখন উঠেছ তীরে মহাস্নান করি' সমাপন—
হেমন্তের কুজ্ঝটির সিক্তবাস দিগন্তে মেলিয়া ;
অগ্রাণের ধান্যে অন্ন ক্ষুধিতেরে করি বিতরণ
খাওয়ায়েছ সন্তানেরে ; তারপরে সকলেরে নিয়া। ৪

শীতের আঁধারে তুমি বেলা শেষে সুখ-রজনীতে
নিদ্রা যাও মহা সুখে—কোনো দিকে সাড়া শব্দ নাই—
শুধু নৈশ ঝিল্লিরব জেগে জেগে উঠে চারিভিতে—
গাহেনা একটী পাখী—নর, পশু নীরব সবাই।
বসন্ত-প্রভাত পুনঃ শীত-নিশি হ'লে সুপ্রভাত
ফুটে উঠে ত্রিভুবনে,—অলক্ষিতে জেগে উঠ তুমি ;
রক্তিম সবুজ বাসে সাজ তুমি—সাজ অয়ি মাতা!
কে বর্ণিবে, রূপ তব, স্নেহ তব, অয়ি স্বর্ণভূমি ! ৫

কি মহা পুলকে গাহে বিহঙ্গেরা শাখায় শাখায় !
পাতায় পাতায় অশ্রু মা তোমার বিন্দু বিন্দু করি'
ঝরি পড়ে মহা স্নেহে, মহানন্দে উষায় সন্ধ্যায় ;—
কত ভালবাস তুমি সন্তানেরে অয়ি রাজেশ্বরী !
হে বিরাট বসুন্ধরা ! হে জননী—নিখিল জননী !
কেমনে বুঝিব তোমা—বদ্ধ মোরা, ক্ষুদ্র, অন্ধ অতি ?—
জড় বলি' পায়ে দলি হে চিন্ময়ী, হে মা সঞ্জীবনী !
তবু সদা ভালবেসে সন্তানেরে পাল ভগবতী !
নাহি ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা, ভ্রান্তি, ভুল, বিরাগ, বিদ্বেষ,
অয়ি ক্ষমা ! অয়ি ধাত্রি ! দয়া তব অতুল অশেষ।

৭ই কার্ত্তিক ; ১৩২০।
দিবা ৯টা।

নূতন

আজি নূতন লাগিয়া পরাণ পাগল,
তারে যে খুঁজেও পাইনা ;
ওগো, যাহা কিছু চাই, বারেক পাইলে,
ফিরে তারে আর চাই না।
গৃহ তেয়াগিয়া কত আঁকা বাঁকা পথে,
কত দূরে দূরে একেলা আপন মতে
চলে যাই ওগো, উতলা চরণে ;—
বিহগ কাকলি বনে বনে বনে,
ভেসে ভেসে আসে মৃদু সমীরণে
তারি সনে আমি বারেক গাহিয়া
ফিরে যেন আর গাই না।
ওগো, যাহা কিছু চাই বারেক চাহিলে,
ফিরে তারে আর চাই না। ১

ওগো, কত উদ্যানে ফুল্ল কুসুম
আমারে চাহিয়া হাসে গো ;
ওগো, কত কালো মেঘ গগনে গগনে
আমার নয়নে ভাসে গো ;
হোথা কত পাল-তোলা, কত গুণ্-টানা তরী
আলোতে ছায়াতে ভেসে যায় মন হরি' ;
খালি ঘট ল'য়ে, ভরা ঘট ব'য়ে
চলিতে চলিতে ফিরে ফিরে চেয়ে
কত যায় ওরা ছায়াতে লুকায়ে,
সিঞ্চিয়া যায় স্বপনের সুধা
স্মৃতিময় মোর আশে গো,—
আর, ছুটে যায় মোর মত্ত মানস
দূর অজ্ঞাত বাসে গো। ২

যদি হাতে কিছু পাই, নিমেষে পুরাণ,
 ছুটি নিতু নব দৃশ্যে ;
ওগো, আজি চেয়ে দেখি, সবি পুরাতন,
 যা' কিছু এ পোড়া বিশ্বে।
হেথা, কেহ ডাকিবে না ডাকিব না কারে আর ;
 কেহ আসিবে না, বলিবে না, আমি তার !
প্রতি নিশি আমি নির্জ্জনে একা
চেয়ে দেখি নভে লক্ষ তারকা ;
নূতনে নূতনে মধু পিয়াবারে
ওরা যেন সবে চাহে গো আমারে
 শীতে বসন্তে গ্রীষ্মে,
আমি হেথা চেয়ে দেখি, সবি পুরাতন,
 যা কিছু এ পোড়া বিশ্বে। ৩

২৩শে ফাল্গুন ; ১৩১৬।
দিবা ১০টা।

———•———

পল্লী-স্মৃতি

ছুটির দিনে সবাই তোরা
　　আমায় ফেলে চল্লি রে !
আর কি হবে আমার ছুটি ?
ভিক্ষা করে অন্ন দুটি
ছুটে এলাম এ প্রবাসে
　　ছেড়ে এলাম পল্লী রে !
আমার সেদিন কোথায় গেল !—
　　আমায় ফেলে চল্লি রে ! ১

আয় নিয়ে যা মায়ের তরে
　　উষ্ণ আমার নয়ন-জল ;
রক্ত নিয়ে বক্ষ থেকে
মায়ের পায়ে দিস্ তা' মেখে ;
আজ্‌কে আমার আর কি আছে,
　　পূজ্‌বো মায়ের চরণ-তল ৷
এই নে পুষ্প,—হৃদি-পিণ্ড
　　এই নে আমার নয়ন-জল ! ২

আস্‌বি যবে ফিরে তোরা,
ছলিস্‌নে এ দুর্ব্বলে,—
পল্লীগাঁয়ের পুষ্প পাতা,
আমার লাগি আনিস্‌রে তা,'
প্রসাদ বলে দিস্ তা মোরে;
ভাবিস্‌নে রে পর বলে।
আশিষ-ধূলি আসিস্ নিয়ে,—
ছলিস্‌নে এ দুর্ব্বলে। ৩

বলিস্ মায়ের কানে কানে
হলেম পথের কাঙ্গালী!
ধনের লাগি, যশের লাগি
দেশ বিদেশে ভিক্ষা মাগি;—
পেটের দায়ে ঐ ব্যবসা,
করবে কি আর বাঙ্গালী!
আজ যে তোরা মস্ত বড়,—
আমি হলেম কাঙ্গালী! ৪

আমার সে দিন কোথায় গেল,
ভাবছি ব'সে নির্জ্জনে ;
'স্কুল' 'কলেজে' পড়া লেখা,—
আপন মনে ছিলাম একা
সংসারেতে বিষয়ফণী
দংশিত না গর্জ্জনে ;
কোথায় আমার সে দিন আজি,
ভাবছি বসে নির্জ্জনে। ৫

তোদের সুখের চাইতে আমার
সুখ ছিল যা,' অল্প না ;
প্রবাসেরি হাজার দুঃখে
এক আনন্দ ছিল বুকে
তাহাই ছিল হায়রে, আমার
পল্লীগাঁয়ের কল্পনা
অঙ্গ ভাবে উঠ্‌ত নেচে,—
ভাবিস্ রে তা' গল্প না। ৬

ছুটি হলেই বাড়ী গেছি
কেউ ছিলনা সঙ্গেতে,
খাল গিয়াছে এঁকে বেঁকে,
দু'চার গেরাম দূরে থেকে
পরিচিত পল্লী-বায়ু
লাগ্‌ত আমার অঙ্গেতে!
ছন্ন পরাণ উঠ্‌ত মেতে
স্বর্গ দেশের সঙ্গীতে! ৭

নৌকা যেন চল্‌ত না আর
পথ্‌টা যেন ফুরায় না;
মাঠের বাতাস পালে লাগে,
ছুট্‌ছে তরী বায়ুর আগে;
পল্লী খানির দরশ বিনে
তপ্ত নয়ন জুড়ায় না।
পাখীর মত ছুট্‌ছে তরী,
পথ্‌টা তবু ফুরায় না! ৮

পানার সাথে ভেসে আসে
হিজল গাছের রাঙ্গা ফুল;
বেতের বনে নলের গাছে
নলটুনিরা * জড়িয়ে আছে,
'ইকর' ছোবায় দোয়েল নাচে,
ময়ূর কি তার সমতুল!
মোদের তরী ছুঁয়ে চলে
পল্লী-খালের ভাঙ্গা কূল। ৯

অন্য পারে বৃদ্ধ অতি
কাঁঠাল গাছের শীতল ছায়
ইক্ষু ক্ষেতের প্রান্তদেশে
ঘাস বনেরি ফাঁক দিয়ে সে
শিয়াল ভায়ার পাতাল পুরীর
সদর দুয়ার দেখা যায়!
ঊর্দ্ধে শালিক-দম্পতিরা
ঝগড়া করে কোন্ শাখায়! ১০

* একপ্রকার সুদৃশ্য লতা। শরৎকালে কণ্টক বনকে স্বর্গ করিয়া থোকায় থোকায় তাহার অজস্র ফুল ফোটে। দূর হইতেই মধুমক্ষিকার গুঞ্জরণে এবং মৃদু মধুর পুষ্পগন্ধে পল্লী-পথিক আনন্দে উতলা হইয়া উঠে!

মসী-কালো স্যাওরা বন্‌টা
এড়িয়ে যাবে তরী মোর।
বনের পারে খিড়কী পুকুর
সেথায় ব'সে 'বাঘা' কুকুর
ঘাটে কা'রা বাসন মাজে
দাঁড়িয়ে কেহ মনচোর।
বনের ফাঁকে ধবল বাদাম
এড়ায়নি'ক দৃষ্টি ওর! ১১

এই ঘাটেতে পাল নামিয়ে
ভিড়াও তরী মাঝিরে!
হায়রে সেদিন আর কি আছে!
বল্, সে স্বপন ভাঙ্গিয়াছে?
পল্লী চির নবীন বেশে
আজো আছে সাজি রে!
ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলে তাহার
মরতে চাহি আজি রে! ১২

২১শে ভাদ্র, ১৩১৭।
রাত্রি ১১ টা।

বিদায়

ধরে রাখো—ওগো, ধরে রাখো আজি,
কে চাহ আমারে
প্রাণের অসীম পিয়াসে ;
অকূল সাগরে ছুটিবে তরণী,
কভু ফিরে হেথা
ওগো, সে আসে বা না আসে।
অজানা, অচেনা, সুদূরতা যত আছে,
মুক্ত উদার বাতাসে তাহাই নাচে ;
অনন্তেরি গো, নূতন আলোর ছায়া
শান্ত অসীম স্বপন বিরচিয়াছে ;
কিসে নাহি জানি টেনে লয় মোরে
সবলে
সাগরের পারে—
শূন্য সুনীল আকাশে।
ধরে রাখো—ওগো, ধরে রাখো আজি,
কে চাহ আমারে
প্রাণের অসীম পিয়াসে। ১

অনন্ত ঢেউ চৌদিকে মোরে ডাকে.
মেঘ উড়ে যায় আকাশেতে ঝাঁকে ঝাঁকে,
পরাণে উছলে অসীম উদাসীনতা,—
ঘরের বাহির করেছে কে যে আমাকে!
সকল অঙ্গ, সারা অন্তর
আজিকে
শূন্যে গিয়াছে
উড়িয়া, সজল বাতাসে।
ধরে রাখো—ওগো, ধরে রাখো আজি,
কে চাহ আমারে
প্রাণের অসীম পিয়াসে।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।
দিবা ৩টা।

—o—

শেষ কথা

শেষ কথাটি যাইব লিখে।
সেই মন্ত্র ক'ব. কানে কানে,
আমার দুঃখিনী এ পৃথিবীকে।

যখন আমার মৃত্যু হ'বে,
প্রভাত-রবি উঠ্‌বে নভে,—
বিহঙ্গেরি শুভ্র রবে
জাগ্‌বে ধরা দিকে দিকে।

রবির বুকে আমার কথা
ভাঙ্গ্‌বে নিশা-নীরবতা,—
শুভ্র নব উজ্জ্বলতা
খুল্‌বে বন্ধ আকাশটিকে।

নয় সে বেদ. নয় পুরাণ,
নয় সে কাব্য প্রাণ-জুড়ান
দেশ বিদেশে নয় কুড়ান
মনে রাখিনি' তা' শিখে শিখে।

কোন্ কথাটি জানিনা সে
আত্মা মাঝে পরকাশে
নিদ্রা-ঘোরে স্বপ্নভাষে
পাই যেন সে সত্যটিকে।

নবীন উষার শুভ্রালোকে
লিখ্‌ব তাহা অরুণ-বুকে,—
উদ্বোধিব নরলোকে
আথরময়ী ভারতীকে।

প্রাণের কথা লিখার আগে
দংশে যদি মৃত্যু-নাগে,—
ফিরে পূজ্‌ব নব অনুরাগে
জন্মভূমি জননীকে।

২৪শে শ্রাবণ, ১৩১৯।
সন্ধ্যা।

পল্লীরাণী

ওমা পল্লিরাণি! ফিরে এ পরাণী
বরষের লাগি বিদায় মাগে
তোমার অশ্রু-উছল শ্যামল আঁচল
মরমের গায়ে লাগে গো লাগে

আমি নেচেছি তোমার বিজনে বিজনে,—
জুড়ায়েছ তুমি মলয় বীজনে,
ফুলে ফুলে তুমি মুচকি হেসেছ,
স্বপনে এসেছ যামিনী ভাগে।

তব গোচারণ মাঠে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
কত যে পিয়েছি চাঁদের অমিয়া !
গভীর নিশীথে শ্যামের বাঁশরী
অনুরাগে তব কুঞ্জে জাগে !

তুমি সন্ধ্যা উষায় মোহিয়া পরাণ
বিহগ-কণ্ঠে গেয়েছ কি গান
নিতুই দিয়েছ নব জাগরণ
নিশিভোরে শুভ অরুণ-রাগে।

আমি নগরে নগরে, হে মা! সারা বেলা
কাঁদিব তোমারে স্মরিয়া একেলা
বেলা বয়ে যায়!—বিদায়! বিদায়!
আসিব ফিরিয়া নবানুরাগে।*

১৩১৭ সন,
বাড়ী।

সমাপ্ত

* সুর, "বিপদবারণ, তুমি নারায়ণ—" ইত্যাদি।